NARSINGHA

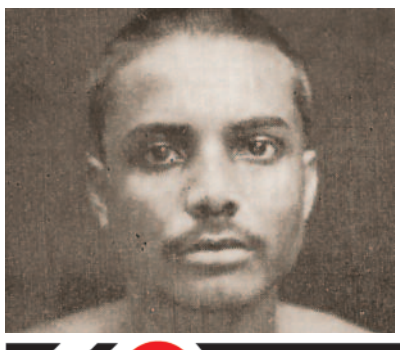

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ সেলুলার জেলে বিপ্লবী ইন্দুভূষণের আত্মবলিদান

আরামবাগে চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ ৫

কলকাতা ১৩ অগস্ট ২০২৪ ২৮ শ্রাবণ ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.8.2024, Vol.18, Issue No. 65 8 Pages, Price 3.00

রবিবারের মধ্যে হয় কিনারা নয়তো হবে সিবিআই তদন্ত

আরজি কর-কাণ্ডে ডেডলাইন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় আরজি করের ভিতরের কারও হাত রয়েছে কি না, তা পুলিশকে তদন্ত করে দেখতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে মৃতা চিকিৎসকের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। বেরিয়ে তিনি বলেন, 'বাবা-মায়ের অভিযোগ, ওদের ভিতরেই কেউ আছে। এই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে হবে।'

এ ব্যাপারে পুলিশকে দেওয়া বিশেষ নির্দেশে মমতা বলেছেন, 'দরকারে ওঁর বন্ধুবান্ধবকে ডেকে কথা বলুন। যিনি ফোন করে সে দিন খবর দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গেও কথা বলতে হবে। কাউকে ছাড়া হবে না।' প্রসঙ্গত, মৃত ওই চিকিৎসকের বাবার দাবি, শুক্রবার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চার তলার সেমিনার হলে তাঁর মেয়ের মৃত্যুর খবর তাঁর বাড়িতে দিয়েছিলেন পুলিশেরই কেউ। তিনি ওই চিকিৎসকের পরিবারকে জানিয়েছিলেন, ওই ছাত্রী আত্মহত্যা করেছেন। মমতার কথায় স্পষ্ট, সেই ঘটনাকে সহজ ভাবে মেনে নিচ্ছেন না নিহত ওই চিকিৎসকের বাবা-মা। তাঁরা এর মধ্যে একটা ষড়যন্ত্রের আঁচ পাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেই বিষয়টিই তদন্ত করে দেখতে অনুরোধ করেছেন তাঁরা।

সোমবার মমতা ওই নিহত চিকিৎসকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। সেখানেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'কী ভাবে মেরেছে! দ্রুত এর বিচার করতে হবে। আমরা ফাঁসি চাইব। তাই ফাস্টট্র্যাক আদালতে তোলার কথা বলেছি। যাতে দ্রুত বিচার হয়।'

এর পর মমতা বলেন, 'সমাজে এখনও অনেক লোক আছেন, তাঁরা ভুলে গিয়েছেন মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া কত বড় অপরাধ। যে কারণেই ফাঁসির সাজা চাইছি।' সঙ্গে জুড়ে দিলেন, 'আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, কী ভাবে অত্যাচার করে মারা হয়েছে, তা ভেবে। ওখানে নার্সরা ছিলেন, সিকিউরিটিও ছিলেন। কিন্তু কী ভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা এখনও বুঝতে পারছি না।'

এর পরেই কলকাতা পুলিশকে তদন্তের সময় বেঁধে দেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, 'পুলিশ যত দ্রুত সম্ভব তদন্ত শেষ করুক। আমি চাই যে বা যারা জড়িত, তাদের যত দ্রুত সম্ভব গ্রেপ্তার করা হোক। ভিতরেও হয়তো অনেকে আছে। রবিবারের মধ্যে পুলিশ তদন্ত শেষ করতে না পারলে তদন্তভার সিবিআইকে দেওয়া হবে।' তবে একই সঙ্গে মমতা মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'কলকাতা পুলিশ হল বিশ্বের সেরা পুলিশ। আমি সেরা অফিসারকে দায়িত্বও দিয়েছি। সিবিআই অনেক তদন্তভারই নিয়েছিল। তার বিচার হয়নি।'

'আরও কেউ জড়িত থাকলে চার-পাঁচ দিনে গ্রেপ্তার'

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে ইতিমধ্যে এক জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার সকালে মৃত চিকিৎসকের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলও। তাঁরা মৃত চিকিৎসকের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন। বেরিয়ে মমতা কার্যত কলকাতা পুলিশকে সময় বেঁধে দেন। রবিবারের মধ্যে তদন্তের কিনারা না হলে, সিবিআইকে তদন্তভার দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী এ কথা বলার সময় পাশেই ছিলেন পুলিশ কমিশনার। মুখ্যমন্ত্রীর পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে একাধিক অভিযুক্তের জড়িত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি তিনি। বিনীত গোয়েল জানান, সেই সময় ঘটনাস্থলের কাছাকাছি যাঁরা ছিলেন, তাঁদের একে একে ডাকা হচ্ছে। যদি আরজি করের আন্দোলনকারীদের কারও উপর সন্দেহ থাকে, সে কথা পুলিশকে জানানোর জন্য ফের অনুরোধ করেন তিনি। পুলিশ কমিশনার বলেন, 'আমরা একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছি। যদি কারও উপর সন্দেহ থাকে, তা আমাদের জানান। নাম গোপন রেখেও জানাতে পারেন। সশরীরে এসেও জানাতে পারেন।'

রাজ্যকে না দুষে 'ন্যায়বিচার' চাইলেন প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে দেশজোড়া প্রতিবাদের মধ্যেই এ বার প্রতিক্রিয়া জানালেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা বঢরা। সোমবার এক্স হ্যান্ডলে তিনি ঘটনার কড়া নিন্দা করে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে সরব হন। তবে 'ইন্ডিয়া'র অন্যতম সহযোগী দল তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারকে সরাসরি নিশানা করেননি তিনি। বরং আস্থা রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের পদক্ষেপের উপরেই। এক্স পোস্টে প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, 'কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে এক জন শিক্ষানবিশ চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা হৃদয়বিদারক। কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা দেশে একটি বড় সমস্যা এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আমি রাজ্য সরকারের কাছে এই বিষয়ে দ্রুত এবং কঠোরতম পদক্ষেপ করার এবং ঘটনার শিকার ওই চিকিৎসকের পরিবার এবং তাঁর সহকর্মী চিকিৎসকদের ন্যায়বিচারের দাবি নিশ্চিত করার জন্য আবেদন করছি।'

সকালে ইস্তফা, বিকেলেই অন্যপদে বহাল সন্দীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সকালে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা, বিকেলেই নতুন দায়িত্ব নিলেন ডাঃ সন্দীপ ঘোষ। স্বাস্থ্যভবন সূত্রের খবর, তাঁকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে স্থানান্তর করা হয়েছে। আরজি করের অধ্যক্ষের পাশাপাশি এদিন সন্দীপ ঘোষ অধ্যাপক হিসেবেও পদ ছাড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর ইস্তফা গৃহীত হয়নি। স্বাস্থ্যভবনের তরফে তাঁকে ন্যাশনাল মেডিক্যালের প্রিন্সিপাল পদে বহাল করার কথা জানানো হয়। সেই জায়গায় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের নতুন অধ্যক্ষ হচ্ছেন স্বাস্থ্যভবনের ওএসডি সুহৃতা পাল। আর ন্যাশনাল মেডিক্যালের অধ্যক্ষ অজয় রায়কে আনা হল ওএসডি পদে।

সকালেই আরজি কর-কাণ্ডে অধ্যাপক পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ। সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, তিনি রাজ্য সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে হাসপাতালে কয়েক জন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগের ইঙ্গিত দিয়েছেন সন্দীপ। দাবি, তিনি স্পষ্টবক্তা বলেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তাঁর কথায় রাজনীতির রং লাগানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

লাগাতার আন্দোলনের চাপে সোমবার সকালেই অধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন সন্দীপ। যুবতী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার প্রতিবাদে আরজি করে গত শুক্রবার থেকে জুনিয়র চিকিৎসকদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তার অন্যতম দাবি ছিল সন্দীপকে অধ্যক্ষ পদ থেকে সরানো। সোমবার সকালে তিনি পদত্যাগের কথা জানান। এ বার জুনিয়র চিকিৎসকেরা কাজে ফিরবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন। তার পরেও

আন্দোলনকারীরা দাবি করেছিলেন, তাঁরা কারও মুখের কথায় বিশ্বাস করতে রাজি নন। তাঁরা লিখিত পদত্যাগ চান অধ্যক্ষের। সেই সঙ্গে দাবি ছিল, সন্দীপকে ক্ষমা চাইতে হবে। এর পরেই ইস্তফাপত্র জমা দিতে স্বাস্থ্য ভবনে যান সন্দীপ। সেখান থেকে বেরিয়ে বলেন, 'অধ্যক্ষ শুধু নয়, আমি অধ্যাপক পদ থেকেই ইস্তফা দিচ্ছি। সরকারি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।' তিনি আরও বলেন, 'আমি বরাবর স্পষ্টবক্তা। কেউ চুরি করলে তাকে চোর বলি। আর স্পষ্টবক্তাদের শত্রু বেশি হয়। আমি সবসময় সরকারের নির্দেশ পালন করেছি। স্পষ্ট কথা বলতে গেলে রাজনীতির রং লাগানো হয়েছে তাতে। কিন্তু আমি মানুষ হিসাবে কাজ করেছি।' আরজি করের আগের পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে সন্দীপ বলেন, 'এই আরজি কর ছিল ঘুঘুর বাসা। তোলাবাজি চলত দেদার। তাতে নেতাদের মদতও ছিল। আমি এসে বন্ধ করেছি সে সব। এখানে এখন তোলাবাজি হয় না। আগে জন্ম বা মৃত্যুর শংসাপত্র পেতে অনেক অপেক্ষা করতে হত। ঘুষ দিতে হত। আমি তা বন্ধ করেছি। তিন বছর আগের আরজিকর আজকের চেয়ে অনেক আলাদা। যে কোনও রোগীকে পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অভিযোগ পেলে সদর্থক উত্তর দিয়েছি। এই ঘটনার সঙ্গে কয়েক জন অধ্যাপক জড়িত। তাঁরা আমার সঙ্গে পেরে ওঠেননি। তাই আমার বিরুদ্ধে কথা বলছেন। আমি কখনও কাউকে আড়াল করার চেষ্টা করিনি।'

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার নিহত চিকিৎসকের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি জানান, সন্দীপ চাকরি ছাড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে অন্য পদে পাঠানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই কথা অনুযায়ী বিকেলেই ডাঃ সন্দীপ ঘোষকে পুনর্বাসন দেওয়া হল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে। স্বাস্থ্যভবনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত ন্যাশনাল মেডিক্যালের অধ্যক্ষ পদে থাকবেন তিনি।

বিক্ষোভে এ বার ন্যাশনাল মেডিক্যাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পদত্যাগী অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে এ বার আন্দোলনে নামলেন কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পড়ুয়াদের একাংশ। সোমবার সন্ধ্যা থেকেই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে বিক্ষোভের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন তাঁরা। তালা ঝোলানো হয়েছে অধ্যক্ষের জন্য নির্ধারিত ঘরে। আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের দাবি, কোনও অবস্থাতেই তাঁরা কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের নতুন অধ্যক্ষ হিসাবে সন্দীপকে মেনে নেবেন না।

ছয় দফা দাবিতে কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের চাপে পড়ে সোমবার সকালে পদত্যাগ করেছেন আরজি করের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। কিন্তু তার পরেও আন্দোলন থামছে না বলে হুঁশিয়ারি দিলেন হাসপাতালে বিক্ষোভরত জুনিয়র চিকিৎসকেরা। সোমবার দুপুরে তাঁরা একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানেই জানান, তাঁদের ছয় দফা দাবি পূরণ না হলে আন্দোলন চলবে। প্রথমত, যুবতী চিকিৎসক খুনের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। দোষীদের গ্রেপ্তার করে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হবে। সিসিটিভি ফুটেজ এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট-সহ তদন্ত সংক্রান্ত যাবতীয় নথি আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিকে দেখাতে হবে। দ্বিতীয়ত, উচ্চ পদস্থ আধিকারিককে (অধ্যক্ষ, এমএসভিপি, ডিন অফ স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার, রেসপিরেটরি মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধান) লিখিত ভাবে পদত্যাগ বা অপসারণ করতে হবে। তাঁদের লিখিত ভাবে ক্ষমাও চাইতে হবে। ভবিষ্যতে আর কখনও যাতে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক পদে তাঁদের দায়িত্ব না দেওয়া হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিহত চিকিৎসকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। চতুর্থত, রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ২৪ ঘণ্টা সিসি ক্যামেরার নজরদারির বন্দোবস্ত করতে হবে। মহিলা এবং পুরুষ নিরাপত্তারক্ষীর ব্যবস্থা করতে হবে। হাসপাতাল চত্বরে পুলিশ পিকেটিং এবং পুলিশের টহলদারির ব্যবস্থা করতে হবে। কর্তব্যরত চিকিৎসকদের জন্য উপযুক্ত ঘরের বন্দোবস্ত করতে হবে, যাতে কাউকে আর সেমিনার হলে বিশ্রাম নিতে না হয়। পঞ্চমত, আন্দোলনরত ডাক্তারি পড়ুয়া এবং জুনিয়র চিকিৎসকদের উপর অত্যাচারের জন্য কলকাতা পুলিশকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। ষষ্ঠত, সমাজমাধ্যমে যে মানহানি করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে পদক্ষেপ করতে হবে। এই সমস্ত দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজে জরুরি বিভাগ-সহ সর্বত্র কর্মবিরতি চলবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। সেই সঙ্গে আরজি করের আন্দোলনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে যে সমর্থন আসছে, তা-ও স্বাগত জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাজ্যের একাধিক হাসপাতালে জুনিয়র চিকিৎসকরা কর্মবিরতি ডাক দিয়েছে। কর্মবিরতির জেরে ব্যাহত হচ্ছে পরিষেবা। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগী ও পরিজনদের। এই সব নিয়ে আলোচনা করতে সোমবার বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সোদপুরে আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার বাড়ি যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে ফিরে নবান্নে নিজের ঘরে দফায় দফায় বৈঠক করেন। দুই দফায় তিনি মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম এবং কলকাতা পুলিশের কমিশনার বিনীত গোয়েলের সঙ্গে বৈঠক করেন। আরজি কর তদন্তের অগ্রগতি ও জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতিতে সামগ্রিকভাবে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর পড়া প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলির পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নতুন স্বাস্থ্য অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের নতুন স্বাস্থ্য অধিকর্তা হলেন দেবাশিস হালদার। তিনি দেবশিস ভট্টাচার্যর স্থলাভিষিক্ত হলেন। এদিকে কলকাতা উত্তর নির্বাচনী জেলার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক শুভাঞ্জন দাসকে বদলি করা হয়েছে। তাঁকে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। এই মর্মে সোমবার নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

বিহারের শিবমন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত অন্তত সাত পুণ্যার্থী

পাটনা, ১২ অগস্ট: বিহারের বাবা সিদ্ধনাথ মন্দিরে রবিবার রাতে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। রাতে পুজো উপলক্ষে ওই মন্দিরে বহু মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। তখনই আচমকা হুড়োহুড়ি পড়ে যায় তাঁদের মধ্যে। সকলেই আগেভাগে মন্দির থেকে বেরোনোর চেষ্টা করছিলেন। অনেকে ভিড়ের ধাক্কায় পড়ে যান। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে সোমবার সকালে জেলাশাসক অলংকৃতা পাণ্ডে জানিয়েছেন, আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক। বিহারের জেহনাবাদ জেলার বাবা সিদ্ধনাথ মন্দির রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় শিবমন্দির। শ্রাবণ মাসে সেখানে বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে ভিড় বেশি থাকে। রবিবার রাতে শিবপুজো উপলক্ষেই অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছিল মন্দিরটিতে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, মন্দিরে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভাল ছিল না। অনেকে ভলান্টিয়ার হিসাবে ভিড় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছিলেন। একসময় ভিড় বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা পুণ্যার্থীদের তাড়া দেন। এমনকি অভিযোগ, লাঠিও চালানো হয় ভিড়ের উপর। তার পরেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় মন্দির থেকে বেরোনোর জন্য। এখনও পর্যন্ত সাত জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে প্রশাসন। আহতের সংখ্যা ৩০-এর বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। মৃতদেহগুলি এখনও পুরোপুরি চিহ্নিত করা যায় না। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যান জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার। তাঁদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। সোমবার সকালে মৃত এবং আহতদের পরিজনেরা মন্দির চত্বরে জড়ো হন। কিন্তু দেহগুলি শনাক্ত করা যায়নি এখনও। সেগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। তার পরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আহতদের জেহনাবাদ এবং মাখদুমপুরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কী ভাবে এই পরিস্থিতি তৈরি হল, তা তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। উল্লেখ্য, কিছু দিন আগে উত্তরপ্রদেশের হাথরসে একটি ধর্মীয় জমায়েতে পদপিষ্ট হয়ে শতাধিক ভক্তের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে বিহারে আবার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জমায়েতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল।

রাজ্যকে জবাবদিহি করতেই হবে: ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: আরজি কর হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ নিয়ে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। আরজি করের ওই ঘটনাকে 'জঘন্য' বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। ধর্মেন্দ্র বলেন, 'এই জঘন্য ঘটনার জন্য যত কড়া ভাষাতেই নিন্দা করা হোক, তা কম হয়ে যাবে।' রাজ্য সরকারকে এর জন্য 'জবাবদিহি' করতে হবে বলেও দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'বাংলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিশেষ করে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কিছুদিন আগে যাদবপুরে একটি ঘটনা ঘটেছিল। দ্বিতীয়বার একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে এমন ঘটনা ঘটল।'

৭ জনকে তলব লালবাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদন: জুনিয়র ডাক্তার, ইন্টার্ন, হাউজ স্টাফ মিলিয়ে সোমবার মোট সাতজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয় কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। লালবাজার সূত্রে খবর, চারজন সেদিন ডিনার করেছিলেন। বাকিরা সেদিন ডিউটিতে ছিলেন। তাঁদের সকলের সঙ্গেই তদন্তকারীরা আগে হাসপাতালে কথা বলেছিল। প্রয়োজনে তাঁদের মঙ্গলবার আবারও ডাকা হতে পারে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী ডেডলাইন দিয়েছেন রবিবার। বলেছেন, 'রবিবারের মধ্যে কিনারা না করতে পারলে সিবিআইকে দিয়ে দেব।'

পুলিশের দাবি, তাঁরা একজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে এর সঙ্গে আরও কেউ আছে কি না, ঘটনাস্থলে দ্বিতীয় কেউ ছিল কি না, সেটা দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, এও দেখা হচ্ছে, ঘটনাস্থলে না থাকলেও পিছন থেকে কেউ ইন্ধন দিয়েছিল কি না? এর পিছনে কোনও ষড়যন্ত্র আছে কি না, ধৃতকে কেউ পাঠিয়েছিল কি না, সেসব দিকগুলিও এখন খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

শুধু চতুর্থ তলেই নয়, এমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ের অন্যান্য ফ্লোরে কারা কারা ঘটনার দিন ডিউটিতে ছিলেন, প্রয়োজনে তাঁদের সঙ্গেও কথা বলবেন তদন্তকারীরা বলেই খবর। সূত্রের দাবি, শেষ এক মাসে ধৃত হাসপাতালের কোথায় কোথায় গিয়েছেন, কার কার সঙ্গে দেখা করেছেন, কত রোগী ভর্তি করেছেন, সেই তথ্য সংগ্রহের কাজ চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা বলে খবর। ডিএনএ স্যাম্পেলিংয়ের জন্য নমুনা পাঠানো হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

সোমবার ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছেন এসআইটির সদস্যরা। হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ শেষ বলেই লালবাজার সূত্রে খবর। সেই সব ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হাসপাতালে কর্মরত সিভিক এবং পুলিশ মিলিয়ে রবিবার ৫ জনের স্টেটমেন্ট নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, তাঁরা সঞ্জয়কে আগে থেকে চিনত।

আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে এক অভিনব প্রয়াস

একদিন

আগমনী

একমাস ব্যাপী বিশেষ আয়োজন

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সেজে উঠবে দুর্গাপুজোর আঙ্গিকে রচিত কবিতা, ছোট গল্প, খাওয়া-দাওয়া, ফ্যাশন-সহ বিভিন্ন রচনায়।

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই "পুজোর লেখা" কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ০৯/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২১ নং এফিডেভিট বলে Pramod Kumar Ram S/o. Chandrama Ram ও Pramod Kr. Ram S/o. C. Ram সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৯/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৮৫৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Nasiruddin ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Abdul Kasem ও A. Kasem সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ০৯/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে Samir Kumar Das S/o. Naren Chandra Das ও Samir Das, Das Samir S/o. N Das, Narendra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME
I **AVISEK DEBNATH** son of Soma Das, residing at 96, Rajib Gandhi Road, Konnagar, Hooghly, PIN-712235, do hereby solemnly affirm declare that my all documents recorded my name **AVISEK DEBNATH**, that death of my father I changed my Title **DEBNATH** to **DAS**, vide affidavit Sworn before Ld 1st Class Judicial Magistrate at Alipur, I do hereby declare, that day I shall use my title **Das**, and sign everywhere **AVISEK DAS**, vide SL No. 10382.dated 02.08.2024.

নাম-পদবী
গত ০৯/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৮৫১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sujoy Sett ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jagat Jyoti Sett ও J. Sett সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ০৯/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Bikash Sur Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Binadbaran Sur Roy ও N B Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ০৯/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫২৫ নং এফিডেভিট বলে Shyamal Chandra Dhara S/o. Manindra Nath Dhara ও Shyamal Ch Dhara S/o. Lt. M. Dhara, Manindra Nath Dhara সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
LICI Palicy (No. 426876109) তে আমার নাম Yusup Sk, S/O. Atabuddin Sk, গত ১২/০৭/২০২৪ তারিখে বহরমপুর এস.ডি.ই.এম (এস) কোর্টের এফিডেভিট বলে Ishab Sekh ও Yusup Sk এবং আমার পিতা Aktab Sekh ও Atabuddin Sk যথাক্রমে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন
আমি **সুমনা বিশ্বাস দাস**,পিতা - গোকুল চন্দ্র দাস, মাতা-অন্নপূর্ণা দাস, স্বামী- শুভেন্দু বিশ্বাস, ঠিকানা - সারদাপল্লী, পোস্ট - মেদিনীপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, PIN-৭২১১০১ নোটারি পাবলিক- মেদিনীপুর কোর্ট, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ এর Affidavit দ্বারা **সুমনা দাস** নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No -16628 Dated - 12/08/2024 **সুমনা বিশ্বাস দাস** ও **সুমনা দাস** একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE
I, Srabani Chattopadhyay wife of Samit Kumar Roy resident of 45/E/13, Moore Avenue, (Manik Bandopadhyay Sarani), Kolkata- 700040, P.O & P.S. - Regent Park do hereby solemnly declare and affirm Vide affidavit no. 49836, Dt- 06.08.2024 before the 1st Class Judicial Magistrate, Alipore that after my marriage my name was recorded as Srabani Chattopadhyay Roy, when I was married to Samit Kumar Roy on 29th November,1990 and I am called and known as Srabani Chattopadhyay Roy in all walks of life.

নাম-পদবী
গত ০৯/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৭ নং এফিডেভিট বলে Manash Kumar Mukhopadhyay S/o. Madan Mohan Mukhopadhyay ও Manas Mukhopadhyay S/o. M M Mkhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
আমি Sikha Pal D/o. Vivek Dhali গত ১২/০৪/২০১৭ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Sajiya Bibi নামে পরিচিত হইয়াছি। ১২/০৮/২০২৪ তারিখে S.D.E.M. সদর হুগলী কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে Sajiya Bibi ও Sikha Pal D/o. Vivek Dhali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥
ঘোষণাপত্র

আমার মক্কেল **শ্রী সুরজিৎ নন্দী** পিতা ৺অজয় কুমার নন্দী সাকিম চাঁপাতলা, পোঃ ও থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712101 এর বাসিন্দা। তিনি চুঁচুড়া মৌজাস্থিত, ২৭ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত আর এস দাগ নং ৮৫৫৩ ও ৮৫৫৪ এল আর ১০৪৭৪ ও ১০৪৭৫ নং দাগের সম্পত্তিটি খরিদ করিতে চলিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন ওজর আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হইবার ১০(দশ) দিনের মধ্যে উপরিউক্ত ঠিকানায় রেজিস্ট্রি ডাকযোগে জানাইবেন, নচেৎ পরবর্তী কালে কাহারো কোন ওজর আপত্তি সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল (উকিলবাবু)**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥
ঘোষণাপত্র

আমার মক্কেল **শ্রী রতন মন্ডল** পিতা জলধর মন্ডল সাকিম বালিরমোড়, কালীতলা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712103 এর বাসিন্দা। তিনি বালি মৌজাস্থিত, জে এল নং 9, 7 নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, এল আর খতিয়ান নং 4946, এল আর 5023 নং দাগের দোকান ঘরটি খরিদ করিতে চলিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন ওজর আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হইবার ১৫(পনের) দিনের মধ্যে উপরিউক্ত ঠিকানায় রেজিস্ট্রি ডাকযোগে জানাইবেন, নচেৎ পরবর্তী কালে কাহারো কোন ওজর আপত্তি সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল (উকিলবাবু)**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৩ ই আগস্ট। ২৮ শে শ্রাবণ মঙ্গলবার। নবমী তিথী। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী বুধে র মহাদশা বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখবর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥
আমমোক্তার নামা

১) তৈয়বর রহমান ২) সাহাদাত রহমান উভয়ের পিতা দায়ুদর রহমান **৩) সেখ মাহাবুবার রহমান ৪) সেখ সাজিদুর রহমান ৫) সেখ মিজানুর রহমান** সকলের পিতা সেখ মনসুর রহমান সর্ব সাকিম দেপাড়া, ইলছোবা মন্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী বিগত ইং- 04/03/2024 তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-1038/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**সেখ কামাল উদ্দিন** পিতা আচিফার রহমান, সাকিম- দেপাড়া, ইলছোবা মন্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি ১)06/03/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1080/2024 নং দলিল মূলে **রূমা বিবি** স্বামী সেখ মহিরুদ্দিন মন্ডল সাকিম কামালপুর, বলাগড়, হুগলী- 712515 মহাশয়াকে 02 শতক ও ২) 06/03/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1081/2024 নং দলিল মূলে **নাজিয়া সুলতানা** স্বামী মনিরুল ইসলাম সাকিম মুকটীকুরী, পান্ডুয়া, হুগলী- 712146 মহাশয়াকে 01 শতক দুটি পৃথক পৃথক দলিল মূলে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা দেপাড়া, জে.এল.-141, হাল এল. আর 416 কৃঃ, 1093কৃঃ, 2587কৃঃ, 2588কৃঃ, 2589কৃঃ ও 2590কৃঃ খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল 1792 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 03 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১)রূমা বিবি স্বামী সেখ মহিরুদ্দিন মন্ডল ও ২)নাজিয়া সুলতানা স্বামী মনিরুল ইসলাম তাহাদের উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সেখ কামাল উদ্দিন**
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তিঃ
এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সুলোচনা দেবী সাউ তাহার রেজিস্ট্রিকৃত পিঠ দলিলটি হারিয়ে গেছে, যাহা সদর রেজিস্ট্রি অফিসে ১৯৯৯ সালে ২০৪৪নং দলিল হইতেছে। আমার মক্কেল উক্ত হারানো দলিলের ব্যাপারে গোলাবাড়ি থানায় একটি ডাইরি লিপিবদ্ধ করেন যাহার জি.ডি.ই. ১৬৪৭, তারিখ ২১.০৭.২০২৪। উক্ত ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি সন্ধান দিতে পারিলে আমার মক্কেলকে বা নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে ১৫ দিনের মধ্যে জানাইবেন।

অসিত কুমার দে
এ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি
আমরা, মানিক পাল(৭৩), পিতা-মৃত সীতানাথ পাল, ২) সুনীল মন্ডল(৬৯), পিতা-মৃত অমূল্য মন্ডল উভয়ের সাং-২নং হালদার পাড়া, প্রাচীনমায়াপুর রোড, ৩) রমেশ হালদার(৬১), পিতা-মৃত সন্তোষ হালদার, চাকীপাড়া সর্ব সাং-ওয়ার্ড নং-৭ নবদ্বীপ পৌরসভার , পোঃ ও থানা-নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২ এই মর্মে আমরা ঘোষনা করিতেছি যে, আমরা অদ্য হইতে ৪০ বৎসর পূর্বে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তিতে জোরপূর্বক প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ ৪০ বৎসরের উর্দ্ধেকাল যাবৎ নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি নিজেদের খাসে ও দখলে রাখিয়া সর্ব সমক্ষে, নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্নভাবে যৌথ ভাবে চাষাবাদ করিয়া অশেষ বিশেষ প্রকারে ভোগদখল করিয়া আসিতেছে। গত ৪০ বৎসরের উর্দ্ধেকাল যাবৎ এবং অদ্য পর্যান্ত কেহ নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির মালিক হিসাবে দাবী করিয়া আমাদের নিকট আসেন নাই বা আমাদের দখলে কেহ কোনদিন কোন বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করে নাই। নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি আমাদের নামে নবদ্বীপ বি.এল এ্যান্ড এল আর.ও অফিসে রেকর্ডভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি ইতিপূর্বে ২নং বামনপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অধীন ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে ভাগিরথী নদীর গতিবিধি পরিবর্তনের ফলে বর্তমান নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি নবদ্বীপ পৌরসভার এলাকাভুক্ত হইতেছে।নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি যাহাতে আমাদের নামে সেটেলমেন্ট রেকর্ডভুক্ত হয় তন্মর্মে আমরা গত ইংরাজী ১৮/০৭/২০২৪ তারিখে নবদ্বীপ বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে লিখিত দরখাস্ত করিয়াছি। যদি কাহারোর কোন আপত্ত থাকে তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির উপযুক্ত মালিকানা প্রমান দিয়া নবদ্বীপ বি.এল এ্যান্ড এল আর.ও অফিসে লিখিত আপত্তি জানাইবেন। আথবা আমাদের সহিত যোগাযোগ করিবেন। ফোন নং- ৯৬৭৯৭৫১৫৬১, ৭৩৬৪৮৫৪৬২২, ৯৩৩৩৮৭৮১৩৩।

তপশীল

জেলা-নদীয়া, থানা-নবদ্বীপ, মৌজা ৫ নং রুদ্রপাড়া পূর্বে ২ নং বামনপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাভুক্ত বর্তমানে নবদ্বীপ পৌরসভার অধীনস্থ যাহার খতিয়ান নং-৩৩৭০ দাগ নং-৩৬০৪,৩৬০৫, ৩৬০৬,৩৬০৭,৩৬১৭, ৩৬১৮, ৩৫২৭ শ্রেনী-সিকস্তিভূমি, সিকস্তিভূমি, আউশ, আউশ, আউশ, আউশ, আউশ, পরিমান(একর)- ০.১৩০০, ০.১০০০, ০.০৬০০, ০.০৬০০, ০.০৯০০, ০.৬৪০০, ০.০০০০ খতিয়ান নং-৩৬৬৫, ৪৪৫৬ দাগ নং-৩৬০৪, ৩৬০৫, ৩৬০৬, ৩৬০৭, ৩৬১৭, ৩৬১৮, ৩৬২৭, ৩৬০৪, ৩৬০৫, ৩৬০৬, ৩৬০৭, ৩৬১০, ৩৬১৭, ৩৬১৮, ৩৬২৭ শ্রেনী-সিকস্তিভূমি, সিকস্তিভূমি, আউশ, আউশ, আউশ, আউশ, আউশ, সিকস্তিভূমি, সিকস্তিভূমি, আউশ, আউশ, আউশ, আউশ, আউশ,আউশ পরিমান(একর)- ০.১৩০০, ০.১০০০, ০.০৭০০, ০.০৭০০, ০.০৯০০, ০.৬৫০০, ০.০১০০, ০.১৪০০, ০.১০০০, ০.০৭০০, ০.০৭০০, ০.৬৯০০, ০.০৯০০, ০.৬৫০০, ০.০১০০ মোট ৪.০২০০

বিজ্ঞাপন দাতাগন ঃ-
মানিক পাল, সুনীল মন্ডল, রমেশ হালদার

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ (১) গদাধর ঘোষ, (২) রতন ঘোষ, উভয়ের পিতা- অধীর ঘোষ, উভয়ের সাং + পোঃ- আমঘাটা, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া ইংরাজী ১৯.১১.২০০৭ তারিখের কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসের ৮৪১৭ নং ও ঐ একই অফিসের ইংরাজী ০৬.১২.২০০৫ তারিখের ৮৬৯৬ নং দানপত্র দলিলবলে পিতার নিকট হইতে পাইয়া ভোগদখলীকার আছেন যাহা সুনীল কৃষ্ণ হালদার কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর. অফিসের ১৯.২.১৯৯০ তারিখের ৪নং বহির ৮১নং আমমোক্তারনামা বলে পাইয়া উক্ত অফিসের ০৫.০৩.১৯৯০ তারিখের ২৬৭৭ নং কোবলা দলিলবলে বিক্রয় করেন। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তির নামপত্তনের ব্যাপারে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-১ নং বি.এল.আর.ও. অফিসে অথবা আমার সহিত যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

রবীন কুমার ঘোষ,
এ্যাডভোকেট,
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ঘুড়ির মাঞ্জায় ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে, সতর্ক করল রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকর্মা পুজো আসন্ন, আর এই বিশ্বকর্মা পুজোর সঙ্গে ঘুড়ি ওড়ানো অতঃপ্রোতভাবে জড়িত। কলকাতা ও হাওড়ার শহর এবং শহরতলির অনেক জায়গাতেই প্রচুর ঘুড়ি ওড়ে। কিন্তু অনেক সময় এই ঘুড়ি ওড়ানোই সাধারণ মানুষের জন্য বিপদ বয়ে নিয়ে আসতে পারে। রেলওয়ে ট্র্যাক সংলগ্ন এলাকায় ঘুড়ি ওড়ানোর সময় সেই ঘুড়ি যদি কোনোভাবে প্যান্টো বা ওভারহেড তারে লেগে জড়িয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল এবং এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে চলেছে। রেলওয়ে ট্র্যাকের কাছে উড়ন্ত ঘুড়ির বিপদ নিয়ে সচেতনতার প্রচার পূর্ব রেলের। ওভারহেড তারগুলি উচ্চ ভোল্টেজের সঙ্গে চার্জ করা হয়, যা জীবনকে বিপন্ন করে এবং সম্ভাব্য মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটায়।

ঘুড়ির সুতো ওভারহেড ইকুইপমেন্টস -এর সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারে, মসৃণ ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত করতে পারে এবং যাত্রীরা অসুবিধায় পড়তে পারে।

আটকে থাকা ঘুড়ির সুতোগুলি ক্রসিংয়ের সময় ট্রেনের প্যান্টোগ্রাফের সঙ্গেও জড়াতে পারে, যার ফলে লাইনে প্যান্টোগ্রাফে জড়ানোর ঘটনা ঘটে। ঘুড়িতে ব্যবহৃত মাঞ্জা ইকুইপমেন্টসে জড়িয়ে শর্ট সার্কিটের কারণ হতে পারে, যার ফলে ক্যাটেনারি তারের বিচ্ছেদ ঘটতে পারে বলে মনে করছে রেল। আর যার ফলে ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হবে।

ঘুড়ির সুতো গুচ্ছক কাঠামোর ক্ষতি করতে পারে, যার ফলে সরকারি সম্পত্তির ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। ঘুড়ির সুতোয় ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়ে যাত্রীদের অযথা হয়রানি কিংবা হাই-ভোল্টেজ তারে সুতো জড়িয়ে ঘুড়ি ওড়ানো বালকের মৃত্যু-কোনোটাই অভিপ্রেত নয় বলেই জানাল পূর্ব রেল।

পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশন নিরাপত্তার সঙ্গে উৎসব উপভোগ করার জন্য একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালু করেছে। সচেতনতা অভিযানটি সমস্ত দায়িত্বশীল নাগরিকদের রেলওয়ে ট্র্যাকের কাছে ঘুড়ি না ওড়ানোর জন্য আবেদন রাখছে, কারণ ওভারহেড তারগুলি উচ্চ ভোল্টেজের সঙ্গে চার্জ করা হয়েছে। এটি সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপন্ন করতে পারে এবং এরফল মারাত্মক হতে পারে। তাই পূর্ব রেলের তরফ থেকে সকলকে সচেতন করে অনুরোধ জানানো হচ্ছে, যাতে সকলে রেল পরিসরের থেকে অনেক দূরে ঘুড়ি ওড়ান। যাতে ঘুড়ি ওড়ানোর সময় জীবন সুরক্ষিত থাকে, ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত না হয় এবং সাধারণ মানুষের রেলযাত্রায় কোনো বিলম্ব না ঘটে।

বাঙালি নিগ্রহের প্রতিবাদে ওড়িষ্যা উৎকল ভবণ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্তে পশ্চিমবাংলার বাঙালি এবং ফেরিওয়ালাদের উপর 'বাংলাদেশী' তকমা দিয়ে নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছেন সে দেশের মানুষ। নিগ্রহের শিকার হয়েছেন অনেকেই।বলা ভাল বিষয়টি জাতিগত হিংসায় পরিনত হয়েছে।বেশির ভাগই বাঙালি। মুর্শিদাবাদ ও মালদাহ জেলার বাঙালি বাসিন্দা বলে খবর। পরিযায়ী শ্রমিক থেকে ফেরীওয়ালা হিসেবে এরা দীর্ঘদিন ধরে জীবন জীবিকা চালাচ্ছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরের প্রাণকেন্দ্র লেনীন সরণীর উড়িষ্যার উৎকল ভবনে সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, খলিল মল্লিক ও মাওলানা আনোয়ার হোসেন কাসেমী সহ এক প্রতিনিধি দল একটি ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন। কামরুজ্জামান বলেন বিষয়টি স্পর্শকাতর। নিগ্রহের ঘটনাটি অবিলম্বে বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। প্রয়োজন হলে আইন মোতাবেক পক্রিয়ায় সমাধান করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন। অবিলম্বে রাজ্য সরকারের একটি প্রতিনিধি দল উড়িষ্যয় পাঠানোর জন্য মমতা ব্যানার্জিকে আবেদন করেন তিনি। তিনি বলেন সিপিআই এম,কংগ্রেস ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোকেও এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেছেন। অন্যদিকে বাংলা পক্ষ নামক জাতীয় বাঙালি সংগঠনের তরফে উৎকল ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলো। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক মাইতি ও অরিন্দম চ্যাটার্জী সহ অসংখ্য কর্মী সমর্থকরা এদিন সংশ্লিষ্ট ভবন ঘেরাও করে একটি লিখিত অভিযোগ জমা করে কর্তৃপক্ষ কে সাফ জানিয়েছে এখনই বাঙালি নিগ্রহ বন্ধ না হলে বৃহত্তর পদক্ষেপ নেবে। প্রয়োজনে সংস্থার পক্ষে উড়িষ্যায় গিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। এ ব্যাপারে বাংলা পক্ষ মমতা ব্যানার্জি সহ উচ্চ প্রশাসনের সঙ্গেও তাহারা কথা বলেছেন।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের পক্ষ থেকে গার্ডেন রিচ-এ একটি নিওনেটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (এনআইসিইউ) উদ্বোধন করা হল। অসুস্থ বা প্রিটার্ম বাচ্চাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে এই কেন্দ্রীয় হাসপাতাল। নতুন সেন্ট্রাল হাসপাতালটির বিভিন্ন ক্লিনিক, ওয়ার্ড সর্বোপরি হাসপাতাল পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার জেনারেল ডিরেক্টর ডাঃ মান সিং। চিকিৎসা সেবায় দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন তিনি। এদিন ডাঃ মান সিং ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, প্রধান চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর ডাঃ অঞ্জনা মালহোত্রা এবং অন্যান্যরা।

'মুক্ত কারাগার, সংস্কার এবং নয়া ফৌজদারি আইনের প্রভাব', শীর্ষকে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'মুক্ত কারাগার, কারাগারের সংস্কার এবং নতুন ফৌজদারি আইনের প্রভাব', এই শীর্ষকে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় কলকাতা প্রেস ক্লাবে। সোমবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত)মদন বি লোকুর, রাজস্থানের প্রাক্তন ডিজি আইপিএস অজিত সিং এবং , প্রিজনস এইড এন্ড অ্যাকশন রিসার্চের প্রতিষ্ঠাতা স্মিতা চক্রবর্তী। এই আলোচনা সবায় উঠে আসে ওপেন প্রিজন নিয়ে নানা তথ্য।এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০১৭ সালে বিচারপতি কে. এস. ঝাভেরি রাজস্থানের ওপেন প্রিজন সিস্টেম অধ্যয়ন করার জন্য স্মিতা চক্রবর্তীকে সম্মানসূচক কারা কমিশনার নিযুক্ত করেছিলেন। এরপর ২০১৭ সালে রাজস্থান ওপেন প্রিজনস রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। যেখানে এই ১৫টি ওপেন জেলের ৪২৮ জন কারাবন্দির বিস্তারিত সাক্ষাৎকারও নেওয়া হয়। এটি রাজস্থানের ওপেন প্রিজন' মডেলের কার্যকারিতা এবং সাফল্যের উপর জোর দেয়, যা ১৯৫৫ সাল থেকে চালু হয়েছিল।

এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল প্রথমত, ব্যয় সঙ্কোচন রাজস্থানের ওপেন জেলগুলি প্রথাগত জেলগুলির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম ব্যয়বহুল।বদ্ধ কারাগারের চেয়ে এগুলির খরচ ১৪ গুণ কম। শুধু তাই নয়, এই জেলগুলির জন্য ৯২.৪ কম কর্মীর প্রয়োজন। এখানে রাষ্ট্র কেবল আশ্রয় প্রদান করে, যেখানে কারাবন্দিরা অন্য সমস্ত খরচ বহন করে। দ্বিতীয়ত, মানবিক বিকল্প ওপেন উন্মুক্ত কারাগারের মডেল বন্দিদের উপর সংস্কারের বিষয়টি তুলে ধরে, আরও ব্যক্তিগত দায়িত্বের সুযোগ দেয় এবং প্রহরীদের মতো শারীরিক সংযমগুলির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে। এই ব্যবস্থা আত্মশাসনকে উৎসাহিত করে এবং বন্দিদের আরও স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশে তাদের পরিবারের সাথে বসবাস করতে দেয়। উন্মুক্ত কারাগারের ব্যবস্থা বন্দিদের কাজ করার এবং একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করার স্বাধীনতা প্রদান করে, যা একটি পুনর্বাসনের পরিবেশ প্রদান করে যা ঐতিহ্যবাহী কারাগারগুলির বিচ্ছিন্নতার সাথে তীব্রভাবে বৈপরীত্য প্রকাশ করে।

আরজি-কর কাণ্ডের প্রতিবাদে হাওড়ায় চিকিৎসকদের কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর জি কর কাণ্ডের ছায়া পড়ল হাওড়াতে। সোমবার ওই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে হাওড়ার মহেশ ভট্টাচার্য হোমিওপ্যাথি কলেজে জুনিয়র চিকিৎসকদের কর্মবিরতি পালন শুরু। আউটডোর রোগী পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র জরুরি বিভাগ ছাড়া চিকিৎসকেরা পরিষেবা দেওয়া বন্ধ করেছে বলেই সূত্রের খবর।হাসপাতালের গেটের সামনে চলছে তাদের অবস্থান বিক্ষোভ। যদিও আপাতত হাসপাতালে জরুরি পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে। বিক্ষোভে সামিল হওয়া চিকিৎসকদের দাবি কলকাতার মত মেট্রোপলিটিন শহরে যেখানে প্রশাসন এত তৎপর, সেখানে যদি মহিলা চিকিৎসকদের নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে জেলার হাসপাতালে কি নিরাপত্তা থাকবে সেটা যথেষ্টই প্রশ্নের মুখে। তাই তাদের দাবি ওই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত দোষীদের অবিলম্বে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

শ্রাবণের শেষ সোমবারে হাওড়ায় ভক্তের সমাগম

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রাবণের শেষ সোমবারে হাওড়াতে শিব ভক্তদের তৎপরতা তুঙ্গে। এই বছরের শ্রাবণের শেষ সোমবারে মহাদেবের আশীর্বাদ পেতে সকাল থেকেই ভক্তদের বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে স্নান ও পূজা পাঠ চলে। হাওড়ার রাম কৃষ্ণপুর গঙ্গার ঘাটে সকাল থেকেই এই দিন অনেক ভক্তদেরকে স্নান করতে দেখা যায়। গঙ্গায় স্নান সেরে বাঁক নিয়ে বিভিন্ন মন্দিরের উদ্দেশে তারা রওনা দেন। তেমনই হাওড়ার শঙ্করাচার্যর মন্দিরের আনন্দ বাহিনী ও আদিত্য বাহিনীর আর্যাত্মা সংঘটনের পক্ষ থেকে এই বিশেষ দিনে ১০৮ কলস জল নিয়ে গিয়ে মন্দির অভিষেক করা হয়। এছাড়াও এই শুভ দিনে মহাদেবের আশীর্বাদ পেতে তারা নানান ধর্মীয় শুভ কাজ করেন। তাই রাম হাওড়ার কৃষ্ণপুর ঘাটে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। রাত থেকেই গঙ্গার ঘাটে স্নান করে জল ভরে অনেকেই তাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আবার বহু মানুষ গঙ্গায় জোয়ার আসার জন্য অপেক্ষায় করেন। সোমবার ভরে জোয়ার না এসে একটু বেলার দিকে আসাতে স্নান সেরে মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা দেন ভক্তেরা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৩ অগস্ট ২০২৪ ২৮ শ্রাবণ ১৪৩১ মঙ্গলবার

আরজি করকাণ্ডে কলকাতায় জাতীয় মহিলা কমিশনের দুই প্রতিনিধি

পানিহাটিতে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাসপাতালের মধ্যে জুনিয়ার ডাক্তারকে নৃশংস নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় অগ্নিগর্ভ আরজি কর। ঘটনার পর থেকেই প্রতিবাদে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। রোগী পরিষেবা প্রায় বন্ধ। এই অচলাবস্থার মধ্যেই রাজ্যে এলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের দুই প্রতিনিধি। সোমবার বেলায় শহরে এসে পৌঁছন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য ডেলিনা খংডুপ। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে সোজা কলকাতা পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন জাতীয় মহিলা কমিশনের দুই প্রতিনিধি। এদিন বিকেলে আরজি কর হাসপাতালের নিহত তরুণী চিকিৎসকের পানিহাটির অম্বিকা মুখার্জি রোডের বাড়িতে আসেন তাঁরা। নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। মঙ্গলবার কলকাতা আরজি কর হাসপাতালে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁদের। সেখানেও ডাক্তারি পড়ুয়া, হাসপাতাল স্টাফ এবং প্রয়োজনে অধ্যক্ষর সঙ্গে কথা বলার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করে জাতীয় মহিলা কমিশনে জমা দেবেন তাঁরা। এদিকে, পানিহাটিতে নির্যাতিতার বাড়িতে এসে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা ডেলিনা খংডুপ বলেন, 'যে পরিবার তাঁর মেয়েকে হারিয়েছেন। সেই পরিবারকে প্লিজ হয়রানি করবেন না।' পাশাপাশি নির্যাতিতার বাড়ির সামনে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দেন তিনি।

এদিকে, আরজি করে নৃশংস ঘটনার পারদ ক্রমশ চড়ছে। পিজিটি ডাক্তারের নৃশংস খুনের ঘটনায় ফুটছে রাজ্য। মৃত তরুণীর বাবা-মার সঙ্গে সোমবার দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনই আরজি করের অধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফাও দেন আরজি করের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার আরজি করের সেমিনার রুম থেকে তিলোত্তমার দেহ উদ্ধার হয়। ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। গত ৭২ ঘণ্টায় এই নিয়ে চাপানউতোর ক্রমশ বাড়তে থাকে। একজনকে গ্রেফতারও করে পুলিশ। অভিযোগ ওঠে, এই নৃশংস ঘটনায় একাধিক জন জড়িত থাকতে পারে, সঠিক তদন্ত করা হোক। এই অবস্থায় জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এই নৃশংস ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত ব্যবস্থা নিচ্ছে তারা। জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য ডেলিনা খংডুপের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গড়া হয়।

সোমবারই কলকাতায় এসে পৌঁছন জাতীয় মহিলা কমিশনের দুই প্রতিনিধি ডেলিনা খংডুপ ও প্রবীণ সিং। প্রথমেই তাঁরা লালবাজারে যান। পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ও ভারপ্রাপ্ত জয়েন্ট সিপি ক্রাইম মুরলীধর শর্মার সঙ্গে কথা বলেন। তিলোত্তমার বাবা-মার সঙ্গেও কথা বলেন।

এদিকে, জাতীয় মহিলা কমিশনের সদ্য প্রাক্তন চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা আরজি করের ঘটনা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেন। দিন কয়েক আগেই জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন পদে মেয়াদ শেষ হয়েছে রেখা শর্মার। আরজি করের নৃশংস ঘটনা নিয়ে তিনি বলেন, 'এটা খুবই গুরুতর বিষয়। আমি আশা করি, এরকম ঘটনা ঘটা উচিত নয়।' এরপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'রাজনীতির নামে অন্য দলের মহিলাদের উপর নিজের দলের গুণ্ডাদের ব্যবহার করেন মমতাজি। অনেক বছর ধরেই এটা চলছে।' রেখা শর্মার এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন তৃণমূল নেত্রী শশী পাঁজা। তিনি বলেন, 'আপনি যখন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ছিলেন, তখন দেখেছি পক্ষপাতিত্বকে আপনি কোন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে নিয়ে কখনও পদক্ষেপ করেননি। সন্দেশখালির ষড়যন্ত্রে আপনারও ভূমিকা ছিল। বাংলার মানুষ এটা ভুলে যায়নি। আপনার সময়ে মণিপুরের ঘটনা ঘটেছিল। আপনি মণিপুরের মেয়েদের পাশে দাঁড়াননি। আপনি নারী নিরাপত্তা নিয়ে বলবেন না।'

আরজি কর হসপিটালে ডাক্তারি ছাত্রী মৃত্যুর প্রতিবাদে কলেজ স্ট্রিট থেকে আরজি কর হসপিটাল পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল।

আরজি কর কাণ্ডে এবার পথে নামছে 'শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে পিজিটিকে যে নৃশংস অত্যাচার করার পর খুন করা হয়েছে, তার বিচার চায় গোটা বাংলা। সমস্ত স্তরের মানুষ প্রতিবাদে সরব। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবার পথে নামছে 'শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ'। শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের আহ্বানে ১৩ অগাস্ট, মঙ্গলবার 'নাগরিক সমাজের ধিক্কার পদযাত্রা'র ডাক দেওয়া হয়েছে। অপর্ণা সেন, সোহিনী সেনগুপ্ত, পল্লব কীর্তনিয়ারা পা মেলাবেন মিছিলে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এই মঞ্চের সভাপতি বিভাস চক্রবর্তী। মঙ্গলবার শ্যামবাজার নেতাজি মূর্তির সামনে থেকে এই পদযাত্রা শুরু হবে। বিকাল ৪টে থেকে শুরু হবে পদযাত্রা। শেষ হবে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমার্জেন্সি গেট পর্যন্ত। আরজি করে কর্তব্যরত মহিলা শিক্ষার্থী চিকিৎসকের উপর নারকীয় অত্যাচার, ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে ও ন্যায় বিচারের দাবিতে আন্দোলনরত চিকিৎসক -স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করতে এই মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে।

অপর্ণা সেন, সোহিনী সেনগুপ্তরা ছাড়াও থাকবেন মিরাতুন নাহার, সুজাত ভদ্র, পার্থসারথি সেনগুপ্ত, পবিত্র গুপ্ত, ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তী, সান্টু গুপ্ত, তরুণকান্তি নস্কর, অরুনাভ সেনগুপ্ত, তরুণ মণ্ডল, অজয় চট্টোপাধ্যায়, অজন্তা ঘোষ, ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী, বিপ্লব চন্দ্র, উদয়নারায়ণ সরকার, নীলরতন নাইয়া, অশোক সামন্ত, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ মাইতি, বিশ্বনাথ পাড়িয়া, জুবের রব্বানি, সাইফুল ইসলাম, অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানস জানা, বিজ্ঞান বেরা, অংশুমান মিত্র, মহুয়া নন্দ, মনোজ গুহ, মৃদুল দাস, কল্পনা দত্ত, প্রদীপ চক্রবর্তী, সমীপ চক্রবর্তীরা।

প্রতিবাদে পথে নামতে চলেছেন হাজার-হাজার নারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ রাজ্য তথা পুরো দেশ দেখতে চলেছে নারী আন্দোলন। আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে স্বাধীনতার মধ্যরাতে পথে নামবেন হাজার-হাজার নারী। রাস্তা দখল করবেন তাঁরা। নিজেদের স্বাধীনতার জন্য। সূত্রে খবর, ১৪ অগাস্ট রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে যাদবপুর, অ্যাকাডেমি ও কলেজস্ট্রিটে একই সঙ্গে জমায়েত করবেন মহিলারা। তবে শুধু শহর কলকাতা নয়, একই সঙ্গে মহিলারা জমায়েত করবেন ডানলপ মোড়, উত্তরপাড়া কলেজ মোড়, উত্তরপাড়া সখের বাজার ও মধ্যমগ্রাম চৌমাথা মোড়ে। বেহালা সখের বাজার, নীলদর্পণ, বনগাঁ, রায়গঞ্জ, ঘড়িমোড়েও।

সম্প্রতি, আরজি কর হাসপাতালে এক মহিলা চিকিৎসককে যৌন নিগ্রহের পর খুনের অভিযোগ ওঠে। নৃশংস এই ঘটনার প্রতিবাদে উত্তাল বাংলা। পথে নেমেছেন পড়ুয়া থেকে শুরু করে আইনজীবী মহল, বুদ্ধিজীবীরা। কলকাতা শহরের বুকে হাসপাতালের ভিতরে কীভাবে নারী নিগ্রহ হতে পারে সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে সকলের মনে। কেউ ভাবতেই পারছেন না এমন ঘটনার কথা। ইতিমধ্যে এক সিভিক ভলান্টিয়ার গ্রেফতার হয়েছে। তবে, সে একাই নাকি, এর সঙ্গে আরও কেউ কেউ যুক্ত আছে তার তদন্ত চলছে।

তবে ডাক্তারি ছাত্রীর মৃত্যু প্রশ্ন তুলে দিয়েছে নারী নিরাপত্তা নিয়ে। তাই এবার রাতের পথ দখল করতে নামবেন মহিলারাই। ছিনিয়ে নেবেন নিজেদের অধিকার। সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রতি ছেয়ে গিয়েছে এ হেন পোস্টে। যেখানে প্রতিটি মহিলাকে আহ্বান করা হয়েছে এই আন্দোলনে সামিল হতে।

পিজিটি ধর্ষণ ও খুনকাণ্ডে সিবিআই তদন্ত চেয়ে জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তার ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় এবার সিবিআই তদন্তের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চে এই সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সকালে আরজি কর হাসপাতালের সেমিনার ঘর থেকে উদ্ধার হয় ডাক্তারি পড়ুয়ার অর্ধনগ্ন দেহ। তারপর থেকেই প্রতিবাদ শুরু হয় আরজি কর হাসপাতালে। এই ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদে সরব হয় হাসপাতালের অন্যান্য ডাক্তারি পড়ুয়ারা। কর্মবিরতিরও ডাক দেওয়া হয়।

নির্যাতিতা পড়ুয়ার দেহ ময়নাতদন্তের পরে যৌন নির্যাতনের প্রমাণ পায় পুলিশ। সেই মতো খুন এবং ধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয় এবং সঞ্জয় নামে একজনকে গ্রেফতারও করা হয়। যদিও অনেকের এই নিয়ে অভিযোগ ছিল এই ঘটনায় একাধিক অপরাধীর হাত রয়েছে। সেই ঘটনা নিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবিতে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাই কোর্টে।

প্রসঙ্গত, সোমবার সোদপুরে নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, কলকাতা পুলিশকে সাত দিনের সময়সীমা দেওয়া হল, না হলে সিবিআইকে তদন্তভারে আপত্তি নেই। মঙ্গলবার হাইকোর্ট কী নির্দেশ দেয় সেটাই এখন দেখার।

মহিলা চিকিৎসক মৃত্যুকাণ্ডে গুজব না ছড়ানোর আর্জি কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মহিলা চিকিৎসকের মৃত্যু ঘিরে কার্যত স্তব্ধ স্বাস্থ্য পরিষেবা। অভিযোগ ঘিরে উত্তাল হয় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ। পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও প্রশ্ন উঠছে অনেক। ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তবে আসল অভিযুক্ত কে তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে জল্পনাও। এবার সেই তদন্ত নিয়ে বিশেষ বিবৃতি দিল কলকাতা পুলিশ।

কলকাতা পুলিশ এই ঘটনায় উল্লেখ করেছে, মানুষের ক্রোধের শরিক তারাও। সেই সঙ্গে পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে স্বচ্ছতার সঙ্গে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে একজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। মৃতার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলেও জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ। তদন্তের প্রতিটি পদক্ষেপও জানানো হচ্ছে পরিবারকে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের দাবি, 'গুজব ছড়াবেন না।'

পুলিশের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেদন করা হয়েছে, ফেসবুকে আরজি করের ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন অসত্য তথ্য, অনুমান নির্ভর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে, যাতে তৈরি হচ্ছে বিভ্রান্তি। যাচাই না করে এই ধরণের তথ্য যাতে ছড়ানো না হয়, সেই আবেদনই জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য, এভাবে গুজব ছড়ালে এতে তদন্তের ক্ষতি হতে পারে। বিচারের প্রক্রিয়াও ব্যাহত হবে। উল্লেখ্য, পুলিশকে ইতিমধ্যেই তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করার সময় বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তদন্তের কিনারা না হলে সিবিআই-কে তদন্তভার দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

খাল ও ছোট নদী সংস্কারে উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেষ বর্ষার বৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গে বন্যা জনিত পরিস্থিতি সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি আটকাতে রাজ্য সরকার ছোট নদী ও মজে যাওয়া খালের দ্রুত সংস্কারের ওপর জোর দিচ্ছে। রাজ্যের সেচ সচিব প্রভাত মিশ্র ইতিমধ্যে প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের চিঠি দিয়ে মজে যাওয়া বা যেতে বসা ছোট নদী ও খালগুলিকে চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেচসচিব জানিয়েছেন, মজে যাওয়া খাল ও ছোট নদীগুলির পলি সংস্কার না করলে কোনও ভাবেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। ভাঙনও প্রতিহত করা যাচ্ছে না। অতি বৃষ্টিতে বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হওয়ার অন্যতম কারণ ক্রমাগত পলি জমে খাল ও ছোট নদীগুলি মজে যাওয়া। সেগুলি জল ধারণ ক্ষমতা হারিয়েছে। তাই এখনই জেলায় জেলায় মজে যাওয়া বা জল ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়া খাল ও নদীগুলি চিহ্নিত করে পলি তুলে

সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করতে বলা হয়েছে। এটা দ্রুত না-করা গেলে বর্ষায় বন্যার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, পলিতে মজে যাওয়া খালগুলির জমি জেলা কালেক্টরেটের নামেই রেকর্ড করা রয়েছে। তার ফলে এগুলি চিহ্নিত করে পলি তোলার কাজ করা সহজ হবে। রাজ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকার আগেই বৃষ্টির জল ধরে রাখতে জেলায় জেলায় 'জল ধরো, জল ভরো' কর্মসূচির মাধ্যমে পুকুর কাটার উদ্যোগ নিয়েছে। ১০০ দিনের গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে এই কর্মসূচি রূপায়ণ করা হয়েছে। এতে জেলাগুলিতে সরকারি জমিতে লক্ষাধিক পুকুর কাটা হয়েছে। এ বার সরকার ধাপে ধাপে মজে যাওয়া খাল ও ছোট নদী সংস্কার করতে চায়। টানা বৃষ্টি ও ডিভিসি-র ছাড়া জলে সপ্তাহ খানেক আগেই প্লাবন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল দক্ষিণবঙ্গের অনেকগুলি জেলায়। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে ডিভিসি ও অনান্য জলাধারগুলি থেকে জল ছাড়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়। শুধু তাই নয়, তিনি ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকেও সরাসরি ফোন করে সেখানকার জলাধার থেকে জলা ছাড়ার পরিমাণ কম রাখার কথাও জানিয়েছিলেন। কার্যত মুখ্যমন্ত্রীর সেই কড়া পদক্ষেপের জন্যই এবার দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা বানভাসি হওয়া থেকে বেঁচেছে। কিন্তু পুজোর মুখে যাতে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি না হয় তার জন্য এখন থেকেই পদক্ষেপ করতে চাইছে নবান্ন। সেই কারণেই বিভিন্ন জেলায় মজে যাওয়া খাল ও ছোট নদীগুলির পলি সংস্কারের প্রস্তাব দ্রুত কার্যকর করার কথা ভাবা হচ্ছে।

জেলায় নজর মুখ্য সচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেলায় কোনও ঘটনা ঘটলে অবিলম্বে তা নবান্নে জানাতে হবে। এই মর্মে জেলাশাসকদের নির্দেশ দিলেন মুখ্য সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপলিকা। সোমবার রাজ্য সব জেলাশাসকদের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। নবান্ন সূত্রে খবর, ওই বৈঠকেই এমনই নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি কী রয়েছে, তা নিয়েও জেলাশাসকদের থেকে খোঁজখবর নেন তিনি। পুজোর বিষয়ে তিনি স্পষ্ট বলেন, এবার সব পুজোর অনুমতি অনলাইনে করতে হবে। উল্লেখ্য, বেশ কয়েকটি জেলায় অনলাইন অনুমতির পদ্ধতি আগে থেকেই চালু হয়েছিল। সূত্রের খবর, যে সব জেলায় এই পদ্ধতি শুরু হয়নি, সেখানে দ্রুত এই পরিষেবা শুরু করারা নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব। একইসঙ্গে মালদার ভাভন পরিস্থিতির কী অবস্থা, তা নিয়েও খোঁজখবর নেন তিনি।

টোটো সমীক্ষায় জোর পরিবহন দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে নতুন টোটো নীতি চালু করার আগে এই মুহূর্তে চলা মোট টোটোর সংখ্যা এবং তাদের মধ্যে বৈধ-অবৈধ টোটোর পরিমাণ স্থির করতে রাজ্য সরকার সমীক্ষা শুরু করল। টোটো মোটর যান আইনের আওতায় না পড়লেও বিকল্প উপায়ে তা নথিভুক্তির কাজ শুরু হবে। এরপর সমস্ত টোটোতে কিউ আর কোড বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই কোড স্ক্যান করলেই টোটোর মালিকের যাবতীয় তথ্য, চলাচলের পরিধি সহ সমস্ত বিবরণ জানা যাবে। সেই সঙ্গে টোটো তে অন্যান্য গাড়ির মতো বিশেষ নম্বর সম্বলিত স্টিকারও দেওয়া হবে। বাস বা অটোর মত টোটোর ক্ষেত্রেও আগামী দিনে যাতায়াতের পরিসর বেঁধে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। রাজ্যের পরিবহণ দফতরের আধিকারিকদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর সাফ নির্দেশ, রাজপথের মসৃণ গতি সুনিশ্চিত করতে হবে। টোটোর জন্য রাস্তায় যানবাহনের গতি অবরুদ্ধ

হয়ে পড়ছে বলে ভূরি ভূরি অভিযোগ আসছে। তাই আইন মেনে টোটোকে নিয়মের মধ্যে আনার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এর ফলে টোটো চালকদের জীবন জীবিকা কোনওভাবেই ব্যাহত হবে না। বরং আরও উন্নত পরিষেবার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার তাদের সবরকম সহায়তা করবে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, গত ৬ অগস্ট মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী, সচিব ও বিভাগীয় কর্তাদের সঙ্গে যে বৈঠক করেন সেখানেই পুলিশের তরফে অভিযোগ করা হয়, যাবতীয় নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাজ্য কিংবা জাতীয় সড়কে যাত্রী নিয়ে ছুটছে টোটো। প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে। শুধু তাই নয়, টোটোর দৌরাত্ম্যে যাত্রী হারাচ্ছে বাস, অটো সহ বিভিন্ন গণপরিবহণ। সরকারকে রোড ট্যাক্স জমা দিয়ে যাত্রী পরিষেবা দেয় অটো, বাস ইত্যাদি। কিন্তু রাস্তায় চলা লক্ষ লক্ষ টোটো থেকে রাজ্য সরকারের কোনও আয় নেই। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্যজুড়ে টোটো নিয়ন্ত্রণের তোড়জোড় শুরু হয়। কিউ আর কোড এবং বিশেষ স্টিকার তৈরির দায়িত্বে থাকবে রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি দফতর। ওই দফতরই টোটো-সুমারির ভিত্তিতে তথ্যভাণ্ডার তৈরি করবে এবং প্রযুক্তিগত যাবতীয় সাহায্য করবে। পাশাপাশি টোটো সংক্রান্ত একটি বিশেষ অ্যাপও তৈরি করা হবে। পরবর্তী সময়ে পুলিশকে তা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে। অর্থাৎ, এখন যেমন মোবাইলে আঙুল ছুঁইয়ে ট্রাফিক পুলিশ কোনও নির্দিষ্ট গাড়ির যাবতীয় তথ্য পেয়ে যান, আগামী দিনে সেভাবেই রাজ্যের সমস্ত টোটোর 'ঠিকুজি' প্রস্তুত রাখতে চাইছে সরকার।

আরজি কর কাণ্ডে ময়নাতদন্তে সামনে এল ভয়ঙ্কর কিছু তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের মৃতদেহে যে ধরনের এবং যত সংখ্যক আঘাতের চিহ্ন মিলেছে, তা কী একজনের পক্ষে করা সম্ভব তা নিয়ে প্রথম থেকেই চলছে জল্পনা। শুধু কী সঞ্জয় একা, না কী অন্য কেউ ঘটনার রাতে সঙ্গী ছিল তার, এ নিয়ে জোর চর্চা সমাজের সর্বস্তরেই। এই তথ্য জানতে মরিয়া কলকাতা পুলিশও। সেদিন রাতে হাসপাতালের জরুরি বিল্ডিংয়ের সেমিনার রুমে ঠিক কী হয়েছিল, সে ব্যাপারে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেয়ে কলকাতা পুলিশের দাবি, খুন-ধর্ষণের আগে মারধরে প্রবল বল প্রয়োগ করা হয়েছিল নির্যাতিতার উপর। তারই ইঙ্গিত মিলেছে ময়না তদন্তের রিপোর্টে। কোন আঘাত কীভাবে হয়েছে, তারই ইঙ্গিত রয়েছে রিপোর্টে। এমনকী নিজেকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন নির্যাতিতা। ধস্তাধস্তি হয়েছিল। বাধা দিতে চেয়েছিলেন নির্যাতিতা। তিনি যে বাধা দিয়েছিলেন তারও প্রমাণ পেয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তর হাত ও মুখে আঁচড়ের ক্ষত দাগ মিলেছে।

ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, নির্যাতিতা তরুণীর কোথায় কী ভাবে ক্ষত হয়েছিল। চোখের ক্ষত ভাঙা চশমার কাচে ঘটেছে। সঞ্জয়ের হাত থেকে

নিজেকে বাঁচাতে প্রতিরোধ করেছিলেন ওই চিকিৎসক। প্রবল ধস্তাধস্তিতে চশমার কাঁচ ভেঙে যায়। কাঁচ ভেঙে ক্ষত এবং চোখ থেকে রক্ত বেরিয়ে পড়ে। মাথায় আঘাত রয়েছে। ধস্তাধস্তির সময় চিৎকার রুখতে নির্যাতিতার মুখ চেপে দেওয়ালে ঠুকে দেওয়া হয়েছিল।

মুখে আঁচড়ের ক্ষত রয়েছে। বল প্রয়োগ করে তরুণীর মুখ চেপে ধরা হয়েছিল। ছটফট করছিলেন তরুণী। সঞ্জয়ের প্রবল শক্তি দিয়ে বল প্রয়োগ করার জন্য তারই নখে তরুণীর মুখে ক্ষত হয়েছিল। শ্বাসরোধ করতে গলা টেপা হয়। ভেঙে যায় থাইরয়েড কার্টিলেজ। চিৎকার রুখতে মুখ ও গলা ক্রমাগত টিপে ধরা হয়েছিল। গলা টিপে শ্বাসরোধ করা হয়, শ্বাস আটকে গিয়ে মৃত্যু হয় চিকিৎসক তরুণীর। যৌনাঙ্গে গভীর ক্ষত মিলেছে। বিকৃত যৌন লালসা এবং মদ্যপ থাকার কারণে ক্রমাগত আঘাত হয়েছে। অন্যদিকে, অভিযুক্ত সঞ্জয়ের হাত ও মুখে আঁচড়ের ক্ষত রয়েছে। নির্যাতিতা নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাতেই তার নখের ক্ষত মিলেছে অভিযুক্তর শরীরেও।

চাইল্ড কেয়ার লিভ পাবেন পুরুষরাও, নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্তানকে দেখ ভাল করার জন্য সবেতন ছুটি পান মহিলারা। এবার থেকে পুরুষরাও পাবেন এই ছুটি। কারণ, কলকাতা উচ্চ আদালতও মনে করে পুরুষদেরও দেওয়া উচিত এই ছুটি। এক ব্যক্তির করা মামলার প্রেক্ষিতে এমনই নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। নির্দেশনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, সন্তান মানুষ করার ক্ষেত্রে মায়েদের পাশাপাশি বাবাদেরও সমান দায়িত্ব রয়েছে। তাই ছুটির ক্ষেত্রে তাদের কোনওভাবে বঞ্চিত করা যাবে না বলেও উল্লেখ করে আদালত।

প্রসঙ্গত, উত্তর ২৪ পরগনার প্রাথমিক শিক্ষক আবু রাইহান একজন 'সিঙ্গল পেরেন্ট'। রাজ্যের স্কিমে পুরুষদের জন্য চাইল্ড কেয়ার লিভ না থাকায় আদালতের দ্বারস্থ হন ওই প্রাথমিক শিক্ষক। তিনি প্রশ্ন তোলেন, যেখানে সংবিধান নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দিয়েছে, সেখানে এই ভেদাভেদ কেন? তাঁর করা মামলাতেই এই নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের।

মহিলারা চাইল্ড কেয়ার লিভ হিসেবে সারাজীবনে ৭৩০ দিন বেতন-সহ ছুটি পান। পুরুষরা সেই ছুটি পান ৩০ দিন। তাই হাইকোর্টের এই রায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে পুরুষদের জন্য এই ছুটির ব্যবস্থা চালু করতে হবে বলে নির্দেশ দিল আদালত।

বিচারপতি সিনহার নির্দেশ, আগামী তিন মাসের মধ্যে রাজ্যকে এই ব্যাপারে গাইডলাইন তৈরি করতে হবে। এই অনুসারে, ৭৩০ দিন ছুটি পাবেন কোনও সন্তানের বাবাও। উল্লেখ্য, এই ক্ষেত্রে সমানাধিকার দিতে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৮ সালে আইন বদল করে। কিন্তু এই রাজ্যে এখনও পুরুষরা বঞ্চিত বলে অভিযোগ। সে কথা উল্লেখ করেই মামলা করা হয়।

সম্পাদকীয়

সরকার এবং ব্যাঙ্কগুলি শুধু ধনকুবেরদের সামনে গিয়েই বেশি অসহায় বোধ করে

সাম্প্রতিক কালের একটি সরকারি পরিসংখ্যান। শুধু মিনিমাম ব্যালান্স মেনটেনে ব্যর্থতার জন্য গ্রাহককে গুনাগার দিতে হয়েছে ২১ হাজার কোটি টাকা। এটিএম থেকে টাকা তোলার ঊর্ধ্বসীমা লঙ্ঘনের কারণে গ্রাহকের ঘাড় মটকে আদায় করা হয়েছে আরও ৮ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া এসএমএস চার্জ বাবদ গ্রাহকরা মিলিতভাবে আরও ৬ হাজার কোটি টাকা মেটাতে বাধ্য হয়েছেন। ব্যাঙ্কগুলিও অবশ্য বেচারা, তারা হুকুমের দাস। হুকুমত যা ফরমান দেন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সেটাই করতে বাধ্য। গ্রাহকের বক্তব্য শুনতে চাইলে তাঁরা এটাই জানতে পারতেন যে, লক্ষ লক্ষ গ্রাহক কোনও শখে এই 'অপরাধ' করেননি, তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। দেশের সরকার বাহাদুরই তাঁদের এমন 'অপরাধী' হয়ে উঠতে বাধ্য করেছে। নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর কৌটিল্য নির্মলা সীতারামনের হুকুম রয়েছে, যত দিক থেকে সম্ভব সাধারণ গ্রাহককে দুয়ে নিতে হবে। কী কারণ? লোকসানে লোকসানে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির শিরে সংক্রান্তি! ব্যাঙ্ক বাঁচাতে আয় বাড়াতেই হবে। আয়বৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কাউকেই চোখে পড়ে না মোদি সরকারের। সরকারি কোষাগার ধুঁকছে? মোদি সরকারের থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সৎ পরামর্শ মেলে;বেশ, কর হার বাড়াও, কর সংগ্রহের ক্ষেত্র বাড়াও, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মাশুল বাড়াও। এইভাবে সবধরনের খাদ্য, রান্নার গ্যাস, পেট্রল, ডিজেল, পোশাক, চিকিৎসা, শিক্ষা, গৃহ, ভ্রমণ প্রভৃতি সবই অগ্নিমূল্য হয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করে শুধু ক্লান্ত হয়, আর কিছুই করতে পারে না;এ এক পরীক্ষিত সত্য। অতএব, সার্থকভাবেই চলুক 'অপারেশন নাগরিকের ঘাড় মটকানো'। কিন্তু এই বাজারে কোনওমতে বেঁচে থাকতে গিয়ে যে গরিব, এমনকী মধ্যবিত্তেরও পকেটের ফাঁকা হয়ে যায়, নতুন মাস পড়তে না পড়তেই! আবার এরই মধ্যে ব্যাঙ্কগুলি গ্রাহককে সতর্ক করে চলেছে, 'মিনিমাম ব্যালান্স' মেনটেন না করলে জরিমানা দিতেই হবে। এমনকী ডেবিট কার্ড মারফত এটিএম থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক বারের বেশি টাকা তুললেও দিতে হবে অর্থদণ্ড। সরকার এবং ব্যাঙ্কগুলি শুধু ধনকুবেরদের সামনে গিয়েই অসহায় বোধ করে। হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েও পরিকল্পনা মাফিক শোধ দেন না। মামলা লড়ে লড়ে ক্লান্ত ব্যাঙ্কগুলিকে সরকার নির্দেশ দেয়;কুঋণ (ব্যাড ডেট) এবং অনুৎপাদক সম্পদ (এনপিএ) হটাও (রাইট অফ)। ব্যালান্স শিটে এসব বেশি থাকলে ব্যাঙ্কগুলিকে ভীষণ অসুস্থ বা রুগ্ন দেখায়। অতএব, এসব নিয়মিত নিয়ম করে হটাও, ব্যালান্স শিট সাফসুতরো করে তোলো।

শব্দবাণ-১৫

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ভুল বা ভ্রান্তি দূরীকরণ ৩.নির্যাস, সার ৫. ভিত্তি ৭. চিরাচরিত উৎসব ৮. রচনা, রচনা করা ১০.গয়না, ভূষণ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. রাশি, সমূহ ২. বিচারক ৩. অর্পণ, স্থাপন ৪. বৈষ্ণবদের বিবাহপ্রথা ৬. অগ্নি, আগুন ৯. চাকা।

সমাধান: শব্দবাণ-১৪

পাশাপাশি: ১. আরাফাত ৩. মালিক ৪. সাইজ ৬. নকল ৯. রাবণ ১০. পরিশোধ।

উপর-নীচ: ১. আকণ্ঠ ২. তরাই ৩. মানদান ৫. জনগণ ৭. কলাপ ৮. অবাধ।

জন্মদিন

আজকের দিন

শ্রীদেবী

১৮৪৮ *বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের জন্মদিন।*
১৯৫৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রেণুকা চৌধুরীর জন্মদিন।*
১৯৬৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শ্রীদেবীর জন্মদিন।*

সেলুলার জেলে বিপ্লবী ইন্দুভূষণের আত্মবলিদান

সিদ্ধার্থ সিংহ

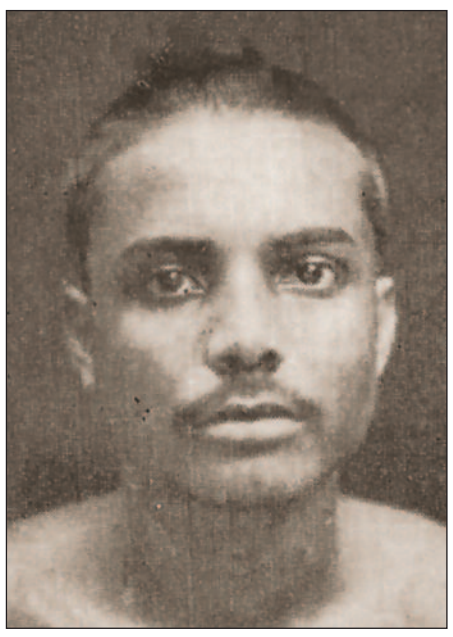

ব্রিটিশদের তৈরি আন্দামানের ভয়ংকর সেলুলার জেলের মূল ফটক দিয়ে ঢুকলেই রয়েছে সুসজ্জিত একটি শহীদ পার্ক। আর সেই শহীদ পার্কেই আছে ছ'জন বিপ্লবীর ভাস্কর মূর্তি। একটি মূর্তির নীচে ইংরেজি ও হিন্দিতে লেখা — ইন্দুভূষণ রায়।

কে এই ইন্দুভূষণ? জানতে হলে পিছিয়ে যেতে হবে প্রায় একশো পনেরো বছর আগে।

তাঁর বয়স তখন সবে আঠেরো বছর। দিনটা ছিল ১৯০৮ সালের ১১ এপ্রিল। তিনি চন্দননগরের মেয়রের ওপরে বোমা ছোড়েন।

আসলে ওই মেয়র অন্যান্য ইংরেজ শাসকদের মতো অতটা অত্যাচারী না হলেও, সেই সময় ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর ছিল বিপ্লবীদের অস্ত্র সংগ্রহের একটি প্রধান উৎসস্থল। এই মেয়র সেই উৎসটি বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল।

কিন্তু অস্ত্র ছাড়া অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা লড়বেন কী করে! তাই বারীন ঘোষই মেয়রকে হত্যা করার জন্য ইন্দুভূষণকে দায়িত্ব দেন। ফলে ইন্দুভূষণ বেশ কয়েক দিন তক্কে তক্কে থেকে অবশেষে একদিন মেয়রের বাড়িতে বোমা মারেন। কিন্তু ইন্দুভূষণ অতটা পারদর্শী না হওয়ায় এবং বোমাটিও যথেষ্ট মারাত্মক না হওয়ায় কোনওক্রমে বেঁচে যান সেই মেয়র। তাঁর দেহরক্ষীরা ইন্দুভূষণকে ধরার জন্য তাড়া করলেও তিনি শেষ পর্যন্ত চোরাগোপ্তা রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

এই ইন্দ্রভূষণ রায়ের জন্ম ১৮৯০ সালে। তখনকার অবিভক্ত ভারতবর্ষের খুলনায়। স্কুলের পরীক্ষায় ফেল করায় তাঁর বাড়ির লোকজনেরা নাকি তাঁকে বিয়ে দিয়ে সংসারের বাঁধনে বাঁধার তোড়জোড় চালাচ্ছিল। বিয়েতে ঘোরতর আপত্তি থাকায় ইন্দু একদিন বাড়িতে কিছু না বলেই সবার অলক্ষে কলকাতায় চলে যান।

সেখানে আলাপ হয় বারীন ঘোষের সঙ্গে। বারীন ঘোষ তাঁকে নিয়ে যান মানিকতলার বাগানবাড়িতে। যেটি ছিল বিপ্লবীদের একটি ঘাঁটি। সেখানেই বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ওঠেন ইন্দু। ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী। তার বহু আগেই হয়েছিলেন বিপ্লবী দলের সভ্য।

মেয়রকে বোমা মারার মাত্র ২১-২২ দিনের মাথায়, ১৯০৮ সালের ২ মে তিনি আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন। সেই মামলায় তাঁর দশ বছর দ্বীপান্তরের সাজা হয়। দ্বীপান্তর ছিল সেই সময় ফাঁসির চেয়েও ভয়ঙ্কর শাস্তি। কারণ দ্বীপান্তরের নামে আন্দামানের সেলুলার জেলে স্বদেশিদের ওপরে চলত পুলিশের নৃশংস অত্যাচার। পোড়া ইটের স্থাপত্যে তৈরি সেলুলার জেল দেখতে ততটা সুন্দর, ঠিক ততটাই ছিল বিভীষিকাময় একটা কারাগার। যত কম দিনের সাজাই হোক না কেন, ওখানকার অত্যাচার এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে, কেউ আর ওখান থেকে জীবিত ফিরে আসত না। তাই সেলুলার জেলের সাজা কালাপানি নামে কুখ্যাত ছিল।

সেখানে যেতেই নির্দয় ব্রিটিশ জেলার তাঁকে কাজ দিল জঙ্গলে। জঙ্গলে এক বিশেষ ধরনের আন্দামানি গাছ আছে, সেই গাছের ছাল ছাড়িয়ে আঁশ বের করতে হবে। গাছের আঁঠা এতটাই বিষাক্ত যে, কয়েক দিনের মধ্যেই ইন্দুভূষণের দু'হাতে মারাত্মক ঘা হয়ে গেল। তবুও তিনি ছাড় পেলেন না।

একদিন তিনি জেলারকে বললেন, অন্যদের মতো তাঁকেও জেলের ভিতরে কাজ দিতে। রাজি হলেন জেলার। ইন্দুভূষণের হাতে-পায়ে বেড়ি পড়ানো হল। বেড়ি পরালেও খানিকটা খুশি হলেন তিনি। জেলের ভিতরে অন্তত কিছু পরিচিত মুখ তো দেখা যাবে!

দু'দিন পরেই আবার হুকুম এল। ইন্দুভূষণকে জঙ্গলে গিয়েই কাজ করতে হবে। এ বার বেঁকে বসলেন তিনি। কিন্তু কে শুনবে তাঁর আপত্তি! জেলার রেগে গিয়ে আরও কঠিন শাস্তি দিলেন। বললেন, আগের চেয়েও দ্বিগুণ কাজ জঙ্গলে গিয়ে তাঁকে করতে হবে। কোনও উপায়ান্ত না দেখে ইন্দুভূষণ কয়েক দিন জঙ্গলে কাজ করলেন। তাতে তাঁর দু'হাতের বিষাক্ত ঘা আরও ভয়াবহ আকার নিল।

জেলারকে গিয়ে তিনি বললেন, তাঁকে অন্য কাজ দিতে। কিন্তু জেলার কিছুতেই রাজি হলেন না। ইন্দুভূষণ তাঁর হাত দেখিয়ে বললেন, ঘায়ের জন্য ডান হাত দিয়ে আমি ভাত পর্যন্ত খেতে পারছি না। জেলার তাঁর হাতের দিকে না তাকিয়েই বললেন, তা হলে বাঁ হাত দিয়ে খাও। ইন্দুভূষণ বাঁ হাত দেখিয়ে বললেন, বাঁ হাতও তো ঘায়ে ভরে আছে। কয়েক দিনের জন্য আপনি আমাকে অন্য কোনও কাজ দিন, ঘা সেরে গেলে আবার নাহয় জঙ্গলের কাজ দেবেন।

তাঁর কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে জেলার বললেন, ঠিক আছে অন্য কাজ দিচ্ছি। কাল থেকে তুমি ঘানি টানবে। ঘানি সাধারণত বলদ দিয়ে টানানো হয়। সে কাজ মানুষের পক্ষে করা যে কতখানি কষ্টের, যাঁরা টেনেছেন একমাত্র তাঁরাই জানেন।

ইন্দুভূষণের চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে। কাতর হয়ে জেলারকে অনুরোধ করলেন, স্যার, এই হাত দিয়ে আমার পক্ষে ঘানি টানা সম্ভব না, যন্ত্রণায় মরে যাব।

কিন্তু বিপ্লবীদের এ সব বাজে অনুরোধে কান দিলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আবার বিরূপ মনোভাব নিতে পারেন। তাই নিজের জায়গায় তিনি অনড় রইলেনন। তিনি যখন একবার হুকুম দিয়ে ফেলেছেন, সেটা করতেই হবে। ইন্দুভূষণ বুঝতে পারলেন তাঁর আবেদনে কেউ কর্ণপাত করবেন না। কিন্তু এই যন্ত্রণা নিয়ে তো বেঁচে থাকা অসম্ভব। এর চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল।

দিনটা ছিল ১৯১২ সালের ২৯ এপ্রিল। ওই দিন রাতে সেলের নির্জন কুঠুরির অন্ধকারে ইন্দুভূষণ নিজের গায়ের কুর্তাটা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। তার পর সবার নজর এড়িয়ে সেই কাপড়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে তিনি ঝুলে পড়লেন।

শুধু তিনিই নন, সেলুলার জেলে মূল ফটক দিয়ে ঢুকলে শহীদ পার্কে যে ছ'ছন বিপ্লবীর ভাস্কর মূর্তি রয়েছে, তাঁরা সবাই ওখানকার জেলারের নৃশংস অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এই কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই ছ'জন হলেন--- পণ্ডিত রামরাখা, মহাবীর সিংহ, পণ্ডিত পরমানন্দ, মোহিত মৈত্র, মোহন কিশোর নমোদাস এবং ইন্দুভূষণ রায়।

স্বাধীনতার ৫০ তম বর্ষপূর্তিতে রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন মূর্তিগুলোর আবরণ উন্মোচন করেন।

ইতিহাসের পাতায় সে ভাবে জায়গা হয়নি ইন্দুভূষণ রায়ের। কিন্তু যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে সামান্য খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা ঠিকই জানেন স্বাধীনতার জন্য তাঁর আত্মবলিদানের কথা। আর সে জন্যেই তাঁদের মনের মণিকোঠাতেই জায়গা করে নিয়েছেন তিনি।

স্বাধীনতা: মোদির নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবাসী সুরক্ষিত

প্রদীপ মারিকত্ব

স্বাধীনতা হল একটি জাতি, দেশ বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অবস্থান, যেখানে তাদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা ও আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব থাকবে। স্বাধীনতা হল অপরের কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে নিজের কাজ সম্পাদন করার অধিকার। স্বাধীনতা মানে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের অধিকার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করা। স্বাধীনতা হল অপরের অধিকার বা কার্যাবলির ওপর হস্তক্ষেপ না করে স্ব-ইচ্ছানুসারে কার্য করার অধিকার। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবাসী সুরক্ষিত। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসী এক। মোদি বার বার মনে করিয়ে দেন জাতীয়তাবাদ কেবল একটা শব্দ নয় এটা একশো চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সমোচ্চারিত ধ্বনি যেখানে প্রতি নিয়ত ভারত মাতার জন্য দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার আবেগ স্পন্দিত হয়। ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবসের আগে ফের 'হর ঘর তেরঙ্গা' কর্মসূচি ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীর কাছে মোদির আর্জি, 'এবারের এই হর ঘর তেরঙ্গা গণ আন্দোলনে পরিণত করুন। আমি নিজের ডিপি বদলাচ্ছি, আপনারাও বদলান।' প্রধানমন্ত্রী নিজের সব সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলেই 'প্রোফাইল পিকচার' বা 'ডিসপ্লে পিকচার' বদলে ফেলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর নিজের ছবির বদলে সেখানে শোভা পাচ্ছে তেরঙ্গা। তার আগেই অবশ্য এক্স হ্যান্ডেলে হর ঘর তেরঙ্গা কর্মসূচি ঘোষণা করে দিয়েছেন। দেশবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রীর আরজি, আপনারাও সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের প্রোফাইল পিকচার বদলান। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল একটি পরিব্যাপ্ত, একত্রীভূত বিভিন্ন জাতীয় এবং আঞ্চলিক অভিযান বা আন্দোলন যা অহিংস ও বৈপ্লবিক উভয় দর্শনের প্রচেষ্টায় এবং ভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কাজ শেষ হয়।

১৪৯৮ সালে ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ী লাভজনক মসলা বাণিজ্যের অনুসন্ধানে পর্তুগিজ বণিক ভাস্কো-দা-গামা ভারতের পশ্চিম তীরে কালিকট বন্দরে আগমন করেছিল। ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলায় কোম্পানী শাসনের সূচনা করে। এটিই ভারতে ব্রিটিশ রাজের সূচনা হিসেবে ধরা হয়। ১৭৬৫ সালেতে বক্সারের যুদ্ধে জয়ের ফলে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ওপর প্রশাসনিক অধিকার লাভ করেছিল। তারপর তারা ১৮৩৯ সালে মহারাজা রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫,১৮৪৬) ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ(১৮৪৮,৪৯)-এর পর পাঞ্জাবও তাদের অধিকারে এনেছিল। বিদেশী নিয়মের বিরুদ্ধে কতিপয় আঞ্চলিক আন্দোলন ১৮৫৭ সালের আগে ভারতের বিভিন্ন অংশে গড়ে উঠেছিল। উপরন্তু, তাদেরকে একত্র করা যায়নি এবং বিদেশী শাসকের দ্বারা সহজভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। ১৮৫৭,৫৮ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তর এবং মধ্য ভারতে বিদ্রোহের ভারতীয় মহাবিদ্রোহ (সিপাহী বিদ্রোহ), ১৮৫৭ ছিল একটি পর্যায়কাল। এই বিদ্রোহ ছিল কয়েক দশকের ভারতীয় সৈন্য এবং তাদের ব্রিটিশ অফিসারের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ফল। লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতি যা দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্যের অপসারণ, কিছু জনগণ রেগে গিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহ সুনির্দিষ্ট কারণ যে ১৮৫৩ সালে তৈরি .৫৫৭ ক্যালিবার এনফিল্ড(পি/৫৩) রাইফেল কার্তুজ গরু ও শুকরের চর্বি দিয়ে তৈরি হতো। সৈন্যেরা তাদের রাইফেলের কার্তুজ লোড করার সময় তাদের তা দাঁত দিয়ে ভাঙে লাগাতে হতো। যেহেতু গরু ও শুকরের চর্বি মুখে দেওয়া হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সৈন্যদের কাছে অধার্মিক কাজ ছিল। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭তে, সিপাহীরা (ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্য) নতুন কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছিল। ব্রিটিশ নতুন কার্তুজ প্রতিস্থাপন করার দাবী করেছিল এবং যা মৌমাছির তেল ও শাকসব্জী তেল থেকে তৈরী হবে। মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ এই বিদ্রোহ ব্যারাকপুরে শুরু হয় এবং শীঘ্রই তা মিরাট, দিল্লি এবং ভারতের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এটা সারা বাংলাদেশ জুড়ে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। চট্টগ্রাম ও ঢাকার প্রতিরোধ এবং সিলেট, যশোর, রংপুর, পাবনা ও দিনাজপুরের খণ্ডযুদ্ধসমূহ বাংলাদেশকে সর্তক ও উত্তেজনাকর করে তুলেছিল।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার ঘোষণা ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উত্তেজনার অবসান ঘটায়। তবে এটি আরেকটি গণহত্যার সৃষ্টি করে। ভারত ও পাকিস্তানের বিভাজন শান্তিপূর্ণ ছিল না বরং বিভক্তির ফলে অনেক জীবিকা হারিয়েছিল। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে, স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু লাল কেল্লার লাহোরি গেটের উপরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ১৫ই আগস্ট লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের এই প্রথা এখনও বক্তৃতার পাশাপাশি চর্চা করা হয়। পুরো অধিবেশনটি ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খানের সঙ্গীত দিয়ে শুরু করে দূরদর্শনে সম্প্রচার করা হয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে, কংগ্রেস ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস হিসাবে উদযাপন করেছিল। সভা যেখানে অংশগ্রহণকারীরা তস্বাধীনতার অঙ্গীকারদ নিয়েছিল সেগুলি উপলক্ষকে চিহ্নিত করেছিল। জওহরলাল নেহরুর আত্মজীবনী অনুসারে, এই ধরনের সভাগুলি ছিল শান্ত, গম্ভীর এবং তকোনও বক্তৃতা বা উপদেশ ছাড়াই।দ মহাত্মা গান্ধীর মতে, বৈঠক ছাড়াও হিন্দু-মুসলিম পুনর্মিলনের মতো কিছু গঠনমূলক কাজ হবে। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার ঘোষণার পর, ভারতীয় সংবিধান ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০এ কার্যকর হয় এবং এটি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে স্বীকৃত হয়। ব্রিটিশ শ্রম সরকার ১৯৪৬ সালে বুঝতে পেরেছিল যে এটি একটি অস্থির ভারতে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ সমর্থন, আন্তর্জাতিক সমর্থন এবং দেশীয় শক্তির নির্ভরযোগ্যতার অভাব রয়েছে কারণ সম্প্রতি শেষ হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার কোষাগারকে হ্রাস করেছিল। ৩ রা জুন, ১৯৪৭, ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে তারা ব্রিটিশ ভারতকে দুটি রাজ্যে বিভক্ত করতে সম্মত হয়েছে, যার উত্তরসূরি সরকারগুলি আধিপত্যের মর্যাদা পেয়েছে এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ছেড়ে যাওয়ার অন্তর্নিহিত অধিকার পেয়েছে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন, নতুন ভাইসরয়, ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখটি এগিয়ে নিয়েছিলেন কারণ তিনি ভেবেছিলেন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব অন্তর্বর্তী প্রশাসনকে পতন ঘটাতে পারে। তিনি ১৫ই আগস্ট জাপানের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আত্মসমর্পণের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেন। ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির ফলে লাখ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকার মারাত্মক ক্ষতি হয়। স্বাধীনতার সময় অনেক মুসলিম, শিখ এবং হিন্দু উদ্বাস্তু সীমান্ত অতিক্রম করেছিল। দুই অধিরাজ্যের বিচ্ছেদের পর পাঞ্জাব সীমান্তে ব্যাপক রক্তপাত হয়। সীমান্তের দুই পাশে সৃষ্ট সহিংসতার কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষ মারা গেছে। মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতির কারণে বাংলা ও বিহারে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। নয়াদিল্লিতে কনস্টিটিউশন হলে অনুষ্ঠিত ভারতীয় গণপরিষদের পঞ্চম অধিবেশন চলাকালীন, জওহর লাল নেহেরু ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। সদস্যরা সঠিক মনোভাব নিয়ে জাতির সেবা করার শপথ নেন। ভারত একটি স্বাধীন দেশ হয়ে ওঠে, এবং অনেক আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান দিল্লিতে হয়। জওহর লাল নেহেরু প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছিলেন, যখন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল। গান্ধী কোন আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে অংশ নেননি বরং, তিনি ২৪ ঘন্টা উপবাসে ছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে কলকাতায় ভাষণ দিয়ে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই সময় যদি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু দেশের দায়িত্ব নিতেন পুরো দেশের চেহারাই পাল্টে যেত। তাই তার অন্তর্ধান রহস্যই স্বাধীনতার আনন্দকে একটু হলেও ম্রিয়মান করে তুলেছিল।

আজ ভারত বর্ষের নাম সু উচ্চতায় নিয়ে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার যোগ্য নেতৃত্ব বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষর কে এক আলাদা জায়গা করে দিয়েছে। আজ তার নেতৃত্বই ভারতবর্ষে পালিত হবে হার ঘর তেরঙ্গা। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, ৭৭ তম স্বাধীনতার শপথই হোক ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব যেন অখন্ড থাকে, আর প্রত্যেক ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী আবেগ রক্ষা করতে পারেন একমাত্র নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্ব। তার নেতৃত্বে প্রত্যেক ভারতবাসী নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমাতে যেতে পারেন। কারণ দেশবাসীর সুরক্ষায় মোদি আছেন। ভারতবর্ষের অখণ্ডতা বজায় রাখতে তার নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র দপ্তর সদা জাগ্রত।

আনন্দকথা

''জ্ঞানী 'নেতি' 'নেতি' করে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ কর, তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছানো যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিসে তৈয়ারি — সেই ইঁট, চুন, সুরকিতেই, সিঁড়িও তৈয়ারি। 'নেতি' 'নেতি' করে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ।

''ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মদর্শ করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। নি-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 'আমি' যায় না; তখন দেখে, তিনিই আমি, তিনিই জীবজগৎ সব। এরই নাম বিজ্ঞান।

''জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞান-ভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও পথ। জ্ঞানযোগও সত্য, ভক্তিপথও সত্য — সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বন্যা দুর্গতদের সঙ্গে রাত জাগছেন মালদার জেলা শাসক

আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কাজ শুরু করেছে সেচ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মানিকচক ব্লকের ভূতনির বন্যা পরিস্থিতিতে দুর্গতদের পাশে থেকে রাত জাগছেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। পাশাপাশি বন্যা পরিস্থিতি ঠেকাতে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তর কাজ শুরু করে দিয়েছে। রবিবার ছুটির দিন থাকলেও সাত সকালে বাঁধ ভেঙে গঙ্গার নদীর জল প্লাবনের খবর পেয়েই সংশ্লিষ্ট এলাকায় ছুটে যান জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তড়িঘড়ি রাতেই বিদ্যুৎ দপ্তর, সেচ দপ্তর, পুলিশ , ব্লক প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন জেলাশাসক। মানিকচক ব্লক অফিসের ভবনে সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে ভাঙন ও বন্যা ঠেকাতে সব ধরনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানি আইএএস পদমর্যাদার একজন কর্তা ভাঙন দুর্গতদের পাশে থেকে রুটি - সবজি খেয়ে রাত জাগতে পারেন তা ভাবনার বাইরে। তাঁদের বক্তব্য, বিগত দিনে এরকম বন্যা পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হয়েছে শতাধিক গ্রামবাসীদের। এভাবে কোনো জেলাশাসক বন্যা কবলিত দুর্গতদের পাশে থেকে রাত জাগেননি।

সোমবার সকাল হতেই কেশরপুর, কানুটনটোলা সহ আরো বেশ কিছু জায়গায় বন্যা ও ভাঙন পরিস্থিতির তদারকি করেন জেলাশাসক সহ পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। যেসব এলাকায় গঙ্গার জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে সেখানকার মানুষদের ত্রাণ বিলির পাশাপাশি সরকারি স্কুল এবং আরো বেশ কিছু সরকারি ফাঁকা ভবনগুলিতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপাতত খাবারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ভাঙন দুর্গত মানুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

কেশরপুর গ্রামের বন্যাকবলিত এলাকার বাসিন্দারা বলেন, কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে আজকে ভূতনির এই

অবস্থা তৈরি হয়েছে। যদিও বন্যা ও ভাঙন পরিস্থিতি ঠেকানোর ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে প্রশাসন কাজ শুরু করে দিয়েছে। সব থেকে বড় সাহস জুগিয়েছেন জেলাশাসক। বাঁধের যেসব অংশ দিয়ে জল ঢোকা শুরু করেছে সেখানে জেনারেটরের মাধ্যমে রাতে আলো জ্বালিয়ে অস্থায়ীভাবে কাজ করছে সেচ দপ্তর। তবে স্থায়ীভাবে যদি ভূতনি বাঁধের অংশের কাজ করা হয়, তাহলে আগামীতে এই ধরনের সমস্যা থাকবে না।

মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, জরুরিকালীন ভিত্তিতে প্রশাসন ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরু করেছে। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, কিছু এলাকা দিয়ে বাঁধের অংশ ভেঙে জল গঙ্গা নদীর জল ঢুকে প্লাবনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আপৎকালীন ভিত্তিতে কাজ শুরু করা হয়েছে। পর্যাপ্তভাবে ত্রাণ বিলির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভূতনিতে নিজে থেকে বন্যা ভাঙন পরিস্থিতির তদারকি করছি। প্রশাসনিকভাবে সমস্ত রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনাটি আরামবাগের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের। সোমবার সকালে হাসপাতাল চত্বরে মৃত রোগীর পরিবারের সদস্যরা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায় এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ চিকিৎসার গাফিলতির কারণেই তাদের রোগীর মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, আরামবাগের সালেপুরের এক গৃহবধূ রবিবার রাতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ডায়রিয়া নিয়ে। এরপর থেকে গৃহবধূর যখন খুব বাড়াবাড়ি হয় ওইদিন রাতে সেই সময়ে দায়িত্বে থাকা কোনও নার্স তাদের রোগীকে একবারের জন্য দেখতে যায়নি। রোগীর মৃত্যু হয় রবিবার রাতে। মৃত গৃহবধূর নাম পুতুল দাস (৩৯)। রোগী মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে পরিবারের সদস্যরা একটি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষকে। পাশাপাশি তিনি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে সোমবার সকালে রোগী মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে মৃত গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনা প্রসঙ্গে মৃতের শাশুড়ি মিনতি দাস বলেন, রোগীর যখন বাড়াবাড়ি অবস্থা এবং জ্বর উঠেছে সেই সময় মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছিল তখনও কেউ আসেনি। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ রমাপ্রসাদ রায় বলেন,

ঘটনার কথা আমার কাছে জমা পড়েছে, চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে যা যা করণীয় আমরা তাই করেছি। রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে সিস্টারদের ডাকা হয়েছিল তারা রেসপন্স করেনি। এটা আমার কাছে জমা পড়েছে। সেই সময় যারা ডিউটিতে ছিল তাদের চিহ্নিত করব এবং সরকারি নিয়ম মেনে সুপারিশ করব। এটা কাম্য নয়, যারা এরকম করে আমার কাছে অভিযোগ জানালে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। পাশাপাশি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা বলেন, ঘটনার কথা শুনেছি, আমরা হাসপাতালের অধ্যক্ষকে বিষয়টা বলব ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১৭.০৯.২০২৪
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ০৯.০৯.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ১৭.০৯.২০২৪ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে।**

[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

সংশ্লিষ্ট **২৪,১৬,৬৯৭.০০ টাকা (চব্বিশ লাখ যোলো হাজার ছশো সাতানব্বই টাকা) ১৪.০২.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক অনুযায়ী জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **বীনা প্লাস্টিক স্বত্বাধিকারী : শ্রী রঞ্জিত চৌধুরী,** পিতা প্রয়াত জগদীশ চৌধুরী **এবং শ্রীমতি প্রীতি চৌধুরী** স্বামী শ্রী রঞ্জিত চৌধুরী-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।

সংরক্ষিত মূল্য ঃ **১৮.৪৭ লাখ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ১,৮৪,৭০০.০০ টাকা**

ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট একতলা বসবাসের পাকা ভবনের সকল অংশ পরিমাণ ৮৬৫.৩০ বর্গফুট নির্মাণ বাস্তু জমি পরিমাণ ৩ কাঠা ৪ ছটাক ২০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা - গৌরহাটি চম্পাদানি, জেএল নং - ২২১, আরএস দাগ নং ১৬০৭, আরএস খতিয়ান নং ১১৩৫, সংযুক্ত এলআর দাগ নং ১৬০৬, এলআর খতিয়ান নং ১০৯৬০, ১০৯৫৯ চম্পাদানি পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ৯৯, বাণীপল্লী, ওয়ার্ড নং - ২১, থানা - ভদ্রেশ্বর অধীন, জেলা - হুগলি এবং নথিভুক্ত উল্লেখ্য দলিল নং - ০৬০৪০০২০০-২০২০ সালের।

সম্পত্তি রঞ্জিত চৌধুরী এবং প্রীতি চৌধুরীর নামে।

সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in। ডাকদাতারা রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনুগ্রহ করে পাথ https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ ঃ ১৩.০৮.২০২৪
স্থান ঃ বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

যুবকের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা পানাগড় ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সোমবার সকালে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে পরিবারের সদস্যদের বিক্ষোভের জেরে উত্তেজনা চড়ায় পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। পরিবারের সদস্যদের বিক্ষোভের জেরে হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ। মৃত যুবকের নাম বীরেশ বাগদি (মিঠু)। বয়স আনুমানিক ২৭ বছর। মৃতের বাড়ি কাঁকসার তেলিপাড়া এলাকায়। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, রাতে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হওয়ায় ওই যুবককে ভোর রাতে হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। সকালে ফের পেটে যন্ত্রণা বাড়লে তাকে ফের নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। অভিযোগ হাসপাতাল থেকে একটি ইনজেকশন দেওয়ার পরেই তার বমি হয় এর পরেই অচৈতন্য হয়ে পরে ওই যুবক। পরে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই যুবকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতালে ভিড় করেন গ্রামের বাসিন্দারা। হাসপাতাল জুড়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। হাসপাতালের চিকিৎসক রথীন মুখার্জির দাবি, ওই যুবককে ভোর ৪টা নাগাদ হাসপাতালে আনা হলে তাকে চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সকালে যখন তাকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল তার আগেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছিল। মদ্যপ ছিল, পেটে তার ইনফেকশন থাকায় ব্যথা অনুভব করে। ওই যুবককে পরীক্ষা করেই তবে ইনজেকশন দিতে বলা হয়েছিল। একটু সুস্থ বোধ করলে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর কোথায় তারা চিকিৎসা করিয়েছে তার জানা নেই। সম্ভবত হার্টফেল করেই মারা যায়। হাসপাতালে যখন আনা হয় তখন সে মৃত ছিল।

আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে মেডিক্যাল সেলস প্রমোশন কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: আরজিকর হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসকের ওপরে পাশবিক অত্যাচার ও নৃশংস ভাবে খুনের ঘটনায় অপরাধীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবিতে ও সর্বস্তরের মহিলাদের নিরাপত্তার দাবিতে ও আন্দোলনরত ডাক্তারদের আন্দোলকে সমর্থন জানিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টটিভস ইউনিয়ন পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির ডাকে প্রায় ৫০০'র বেশি মেডিক্যাল সেলস কর্মীরা মিছিল করেন বর্ধমান শহরে। মিছিলটি ডাক্তার পাড়া প্রদক্ষিণ করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রবেশ করে এবং সেখানে ধরনায় অংশ নেওয়া ডাক্তার ও নার্সদের বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেয়। হাসপাতালের চিকিৎসকদের ধরনায় সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ও সর্বভারতীয় নেতা কৌশিক ব্যানার্জী বলেন, মেডিক্যাল সেলস প্রমোশন কর্মীদের সংগঠনের ডাকে সেলস প্রমোশন কর্মীরা এদিন সারা রাজ্যে প্রতিবাদ ব্যাজ পড়ে ফিল্ডে কাজ করছেন এই আন্দোলনে শুধুমাত্র সংহতি জানাতে নয়, এই ঘটনা রাজ্যের মানুষের কাছে লজ্জা, তাই সর্বস্তরে মহিলাদের নিরাপত্তার দাবিতে এই আন্দোলনে সহযোদ্ধা হিসাবে প্রতিবাদকে তীব্র করাই উদ্দেশ্য তাদের। পাশাপশি আরজিকরের ঘটনায় দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা , নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১৮.০৯.২০২৪** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) মেসার্স উইন্ডসোর ইন (ঋণগ্রহীতা) শ্রী বরুণ গাঙ্গুলি (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) খ) নাকতলা শাখা**	**সম্পত্তি ১ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত দোকান নং ৩৭, পরিমাণ কমবেশি ২১৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, চারতলা ভবনের অংশ একতলায় অন্যতম একটি স্টল, মার্কেট কমপ্লেক্সে চারতলা ভবন 'রকি সুপার মার্কেট' নামে পরিচিত, রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা অধীন, প্রেমিসেস নং ৪৮২, এবং ৪৮৩, মৌজা : কুমারখালি, জেএল নং ৪৮, তৌজি নং ২৫০, আরএস দাগ নং ১৫৫ (অংশ) এবং ১৫৬, খতিয়ান নং ৭৮৭, ওয়ার্ড নং ২৫, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ৩১৯৭ -২০০৪ সালের, **স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী বরুণ গাঙ্গুলি, চৌহদ্দি :** উত্তরে : বসবাসের জমি সিএস প্লট নং ১৫৫, দক্ষিণে : সি এস প্লট নং ১৫৭ এবং ২০ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : শ্রী শান্তিময় সরকারের ভবন, পশ্চিমে : শ্রী বঙ্কিম গাঙ্গুলির ভবন। **সম্পত্তি নং ২:** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত দোকান নং ৩৮ পরিমাণ কমবেশি ১৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া চারতলা ভবনের অংশ হিসেবে একতলায় একটি স্টল "রকি সুপার মার্কেট" নামে পরিচিত চারতলা ভবনে, রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা অধীন, প্রেমিসেস নং ৪৮২ এবং ৪৮৩, মৌজা : কুমারখালি , জেএল নং ৪৮, তৌজি নং ২৫০, আরএস দাগ নং ১৫৫ (অংশ) এবং ১৫৬, খতিয়ান নং ৭৮৭, ওয়ার্ড নং ২৫, থানা: সোনারপুর,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ৩১৯৮-২০০৪ সালের, **স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী বরুণ গাঙ্গুলি, চৌহদ্দি :** উত্তরে:বসবাসের জমি সিএস প্লট নং ১৫৫, দক্ষিণে : সি এস প্লট নং ১৫৭ এবং ২০ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : শ্রী শান্তিময় সরকারের ভবন, পশ্চিমে : শ্রী বঙ্কিম গাঙ্গুলির ভবন। **সম্পত্তি নং ৩ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ম্যাজেনাইন রুম এবং সংলগ্ন একটি ঘরের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৪৫৮.২৯ বর্গফুট এবং মাঝারি মাপের মোটর কার পার্কিং স্পেস একতলায় ভবন প্রেমিসেস নং ৩৪৮/১৯২, এন এস সি বোস, কলকাতা : ৭০০০৪৭, মৌজা : নাকতলা, জেএল নং ৩২, এলওপি নং ২৩০,সিএস প্লট নং ১৮৭ (অংশ), ১৯৫ (অংশ) ওয়ার্ড নং ১০০, থানা : বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি, কলকাতা : ৭০০০৪৭ উল্লেখ্য পার্টিশন দলিল নং ১৭৮৬ তারিখ ০১.১২.২০০০, **স্বত্বাধিকারী শ্রী বরুণ গাঙ্গুলি, চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রেমিসেস নং ১/২২৮, নাকতলা গভ. স্কিম, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ১/২৩১, নাকতলা গভ.স্কিম, পূর্বে : ৯.৭ মিটার চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : ১/৩১৪, নাকতলা গভ. স্কিম।	**৫০,৫৭,১৪৭.০০ টাকা** (পঞ্চাশ লাখ সাতান্ন হাজার একশ সাতচল্লিশ টাকা) **০৬.০৫.২০১৯ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**সম্পত্তি ১ :** **ক) ৬,১২,০০০.০০ টাকা (*)** (ছয় লাখ বারো হাজার টাকা) **খ) ৬১,২০০.০০ টাকা** (একষট্টি হাজার দুশো টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে দাখিল করতে হবে **ঘ) IDIB20794687293A** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে, সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত** **সম্পত্তি ২ :** **ক) ৫,৯০,০০০.০০ টাকা (*)** (পাঁচ লাখ নব্বই হাজার টাকা) **খ) ৫৯,০০০.০০ টাকা** (উনষাট হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB20794687293B** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে, সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত** **সম্পত্তি ৩ :** **ক) ১৫,৩৫,০০০.০০ টাকা (*)** (পনের লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা) **খ) ১,৫৩,৫০০.০০ টাকা** (এক লাখ তিপান্ন হাজার পাঁচশ টাকা) পোর্টালে ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে দাখিল করতে হবে **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB20794687293C** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে, সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**
২	**ক) শ্রীমতি বিভা দেবনাথ (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** বাগানী পাড়া, গাঙ্গে গঙ্গাধর, পো এবং থানা : মহেশতলা, কলকাতা : ৭০০১৪১ **খ) বড়িশা শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন নির্মাণ অবস্থিত তৌজি নং ৩৪৬, আরএস নং ৮৩, জেএল নং ২, মৌজা : বেহালা গ্রাম, খতিয়ান নং ৫৩৮, দাগ নং ১৬৫৬, কলকাতা পৌর সংস্থার (এস এস ইউনিট) ওয়ার্ড নং ১২৯, প্রেমিসেস নং ১৬৯, জয়রামপুর জলা রোড, থানা : পর্ণশ্রী, কলকাতা : ৭০০০৬০, দলিল নং ১৬০৭-০১৬৩০-২০২০ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর অফিস : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি** : উত্তরে : শ্রী বোসের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : সম্পত্তি প্লট নং ২ এবং ৩, পশ্চিমে : শ্রী যোগেশ চক্রবর্তীর সম্পত্তি।	**৮,৮৭,৮৯৫.০০ টাকা** (আট লাখ সাতাশি হাজার আটশ পঁচানব্বই টাকা) **২৪.০৬.২০২১ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ৮,৯২,০০০.০০ টাকা (*)** (আট লাখ বিরানব্বই হাজার টাকা) **খ) ৮৯,২০০.০০ টাকা** (উননব্বই হাজার দুশো টাকা) পোর্টালে ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে দাখিল করতে হবে **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50505390175** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে, সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**
৩	**ক) শ্রী নির্ঝর গাঙ্গুলি (ঋণগ্রহীতা/প্রয়াত শেখর গাঙ্গুলি বন্ধকদাতার আইনি উত্তরাধিকারী)** **শ্রীমতি চায়না গাঙ্গুলি (সহ-ঋণগ্রহীতা/প্রয়াত শেখর গাঙ্গুলি বন্ধকদাতার আইনি উত্তরাধিকারী)** **উভয়ের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ১এ, একতলা (দক্ষিণ পূর্ব দিকে) নেস্ট অ্যাপার্টমেন্ট, এ-৭/২১, ডায়মন্ড পার্ক, পো : জোকা, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০১০৪ **খ) বড়িশা শাখা**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৮৯ বর্গফুট ফ্ল্যাট নং ১এ, একতলা (দক্ষিণ পূর্ব দিকে), দ্য নেস্ট অ্যাপার্টমেন্ট এ-৭/২১, ডায়মন্ড পার্ক, জেএল নং ২২, মৌজা : কালুয়া, আরএস নং ৩৩৬, আরএস দাগ নং ৫৯, আরএস খতিয়ান নং ৪৪৬, পো : জোকা, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০১০৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, স্বত্বাধিকারীর নাম প্রয়াত শেখর গাঙ্গুলি, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সৌগত রায়ের ভবন, দক্ষিণে : খালি জমি, পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : খালি জমি।	**১৭,১৪,৭৩৫.০০ টাকা** (সতের লাখ চোদ্দ হাজার সাতশ পঁয়ত্রিশ টাকা) **৩০.০৪.২০১৯ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১৮,৬৪,০০০.০০ টাকা (*)** (আঠার লাখ চৌষট্টি হাজার টাকা) **খ) ১,৮৬,৪০০.০০ টাকা** (এক লাখ ছিয়াশি হাজার চারশ টাকা) পোর্টালে ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে দাখিল করতে হবে **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50160754474** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে, সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**
৪	**ক) মেসার্স রঞ্জনা টেলর্স** **স্বত্বাধিকারী : মৃণাল হালদার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/প্রশান্ত হালদারের আইনি উত্তরাধিকারী)** গ্রাম : কামারপাড়া, পো : পাঠানখালি, পাঠানখালি বাজার, কলেজ রোড, থানা : গোসবা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৬১১। **খ) পাঠানখালি বাজার**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি দোকান ঘর পরিমাণ ১১০ বর্গফুট ইটের তৈরি, ঢালাই ছাদ, লোহার শাটার গেট, অবস্থিত জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এডিএসআর :বাসন্তী, পরগনা : সুন্দরবন, থানা : গোসবা, মৌজা : কামারপাড়া, জেএল নং ৭৫, হাল নং ৬, তৌজি নং ২২, এলআর খতিয়ান নং ২৬১, আরএস দাগ নং ৬৮৩, পো : পাঠানখালি, দলিল নং ১-০১৪৮২/২০১০। **চৌহদ্দি :** উত্তরে: সান্তা দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণে : পিডব্লুডি রোড, পূর্বে : সান্তা দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : কাসেম মিঞার সম্পত্তি।	**৫,৪০,৭৩৮.৬৮ টাকা** (পাঁচ লাখ চল্লিশ হাজার সাতশ আটত্রিশ টাকা এবং আটষট্টি পয়সা) **৩১.১০.২০২১ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ৩,০১,৩৮৩.০০ টাকা (*)** (তিন লাখ এক হাজার তিনশ তিরাশি টাকা) **খ) ৩০,১৩৮.৩০ টাকা** (তিরিশ হাজার একশ আটত্রিশ টাকা এবং তিরিশ পয়সা) পোর্টালে ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে দাখিল করতে হবে **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50206364939** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে, সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.০৯.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিয়াস কমার্শিয়াল টাওয়ার ওয়াদালা ট্রাক টার্মিনালের নিকট-ওয়াদালা পূর্ব মুম্বই - ৪০০০৩৭ (যোগাযোগ ফোন নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com)**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন ১) **www.indianbank.in** এবং ২) **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "৮২৯১২২০২২০" -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর** ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১২.০৮.২০২৪/স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার /ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

যূকো বৈংক UCO BANK

ইউকো ব্যাঙ্ক
সোনারপুর শাখা (২০৯৫)
এস-১/১, এ. পি. নগর, সোনারপুর জেলা - কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫০, ইমেল: sonarp@ucobank.co.in

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(২) সেকশন অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা দাবি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এক্ট ২০০২ এর ৫৪)অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/সকল আইনি উত্তরাধিকারীগণকে আহ্বান জানিয়ে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর তাদের ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন।
যদি, আপনি, নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/সকল আইনি উত্তরাধিকারীগণ নোটিশের শর্তে আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ ইত্যাদি সহ নীচের উল্লিখিত পরিমাণ ব্যাংকে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(২), ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে এবং উক্ত আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানের অধীনে ব্যাঙ্ক সমস্ত বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগ করবে।
আপনি, নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গুলি)/সকল আইনি উত্তরাধিকারীগণকেও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে উল্লিখিত আইনের ১৩ ধারার ১৩ উপধারা অনুসারে এই নোটিশের নীচে বিশদ বিবরণ দেওয়া সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়, ইজারা দ্বারা স্থানান্তর করা যাবেনা না অথবা অন্যথা করা যাবেনা ব্যাঙ্কের লিখিত সম্মতি ছাড়া।
অন্যান্য খরচ, চার্জ এবং খরচ সহ বকেয়া পরিমাণ সহ অ্যাকাউন্ট এবং সুরক্ষিত সম্পদের বিশদ বিবরণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গুলি)/সকল আইনি উত্তরাধিকারীগণ -কে ব্যাঙ্কে প্রদান করতে হবে।
নোটিশটি আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে আইনী কার্যক্রমের এই ধরনের অন্যান্য পদক্ষেপগুলি শুরু করার জন্য ব্যাংকের অধিকারের প্রতি কোনো বাধা নেই।
সারফেইসি আইন ২০০২ এর ১৩(২) এর আগে জারি করা নোটিশ(গুলি) বাতিল বা প্রত্যাহার হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

ক্র. নং.	ক) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা খ) জামিনদার/ সকল আইনি উত্তরাধিকারীর নাম গ) শাখা	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	১. এনপিএ এর তারিখ ২. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩. দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমান
১.	**ক) মেসার্স রেডিমেড সেন্টার** স্বত্বাধিকারী- শ্রী তুষার সাহা, পিতা- সুখেন্দ্রলাল সাহা, দোকান নং ৫, প্রথম তল, 'নীল পুস্প কমপ্লেক্স' হোল্ডিং নং ৫৫২, পোস্ট ও থানা- সোনারপুর, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অধীনে ১০ নং ওয়ার্ড, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা -৭০০১৫০। **শ্রী তুষার সাহা** পিতা- সুখেন্দ্রলাল সাহা, মেসার্স রেডিমেড সেন্টার এর স্বত্বাধিকারী, দোকান নং ৫, প্রথম তল, 'নীল পুস্প কমপ্লেক্স' হোল্ডিং নং ৫৫২, পোস্ট ও থানা- সোনারপুর, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অধীনে ১০ নং ওয়ার্ড, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা -৭০০১৫০। **খ) শ্রী রাম কৃষ্ণ সাহা** পিতা-সুখেন্দ্রলাল সাহা **ঠিকানা:** ১) শীতলা, পোস্ট ও থানা- সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০১৫০। ২) ৩২/২, পাটুলি, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৯২। **গ) সোনারপুর**	প্রথমতলে ১৩৫.৫২ বর্গফুট এলাকা পরিমাপের দোকান ঘর নং. ৫ এর সকল সেইসঙ্গে ০৯ শতক এলাকা পরিমাপের জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ যার আরএস দাগ নং ৫৬৪, ৫৬৪/১১২৪, জেএল নং ২২, আরএস নং ৫৩, আরএস খতিয়ান নং ১২৪, এলআর খতিয়ান নং ৩৩/১, এলআর দাগ নং ৫৬৪ এবং ৫৬৪/১১২৪, মৌজা- গোরখাড়া, থানা- সোনারপুর, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১৪, হোল্ডিং নং ৮২, রায়তি স্বত্ব, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এডিএসআর সোনারপুরের অধীনে। বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ১৩২ পৃষ্ঠা ৪৩ থেকে ৫৫ পর্যন্ত ১৯৯৭ বিয়িং নং ৮৩০৭ -এ অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী রাম কৃষ্ণ সাহা এবং শ্রী তুষার সাহার নামে আছে, উভয়ই সুখেন্দ্রলাল সাহার পুত্র।** **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে-** অন্যদের দোকান নাম "লোকনাথ টি", **দক্ষিণে-** ৪' ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ, **পূর্বে** - ৪' ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ, **পশ্চিমে-** অন্যদের দোকান নাম "পূজা স্টোর" দ্বারা।	১. ২৮-০৬-২০২৪ ২. ৩০-০৭-২০২৪ ৩. **৭,৪৮,৬২৭.৩৭ টাকা** (সাত লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শো সাতাশ টাকা এবং সাঁইত্রিশ পয়সা মাত্র) **২৮.০৬.২০২৪** অনুযায়ী

তারিখ: ৩০.০৭.২০২৪, স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বহরমপুর কৃষ্ণ নাথ রোড শাখা
৩৫ ও ৩৬, কৃষ্ণ নাথ রোড
পিলখানা রোড, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০১

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতিকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর কৃষ্ণ নাথ রোড শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১৮.০৯.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর কৃষ্ণ নাথ রোড শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর কাছে বকেয়া ১২,০৭,৬৮৭.০০ টাকা (বারো লক্ষ সাত হাজার ছয়শত সাতাশি টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৯,৩৪,৯৯৮.০০ টাকা + ২,৭২,৬৮৯.০০ টাকা) **০৭.০৮.২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মা ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ওয়ার্কশপ, স্বত্বাধিকারী- শ্রী সমীর ভাস্কর,** ১৪৪/৫/১, মহারাজা নন্দ কুমার রোড, পোস্ট এবং থানা - খাগড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০৩ এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে-

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম ক) ১. ঋণগ্রহীতা: মেসার্স মা ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ওয়ার্কশপ	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**স্বত্বাধিকারী: শ্রী সমীর ভাস্কর** ১৪৪/৫/১, মহারাজা নন্দ কুমার রোড, পোস্ট এবং থানা- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১০৩। **২. স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা: শ্রী সমীর ভাস্কর,** পিতা- শ্রী ক্ষিতিস চন্দ্র ভাস্কর ১৪, মোহন রায় পাড়া রোড, পোস্ট এবং থানা- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০৩। **৩. জামিনদার:** **শ্রীমতী পম্পা ভাস্কর,** স্বামী- শ্রী সমীর ভাস্কর ১৪, মোহন রায় পাড়া রোড, পোস্ট এবং থানা- খাগড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১০৩। **খ) বহরমপুর কৃষ্ণ নাথ রোড শাখা**	০.০৭৩২ একর পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ও তার উপর বিল্ডিং সহ যার জে.এল. নং ০১৫, পূর্ববর্তী খতিয়ান নং আর.এস ১০১, এল.আর. ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪৪, নতুন খতিয়ান নং ১১০৬, প্লট নং আর.এস. ২৮৭, এল.আর ৫০৩, শ্রেণীবিভাগ: **ভিটি, শ্রী সমীর ভাস্করের নামে,** পিতা- শ্রী ক্ষিতিস চন্দ্র ভাস্কর, বিক্রয় দলিল নং ৪৫১৬ তারিখ- ০২.১১.২০১২ সাব রেজিস্টার্ড অফিস লালবাগ এ নিবন্ধিত ছাইপাড়া আমানিগঞ্জ চর (দিয়ার) মৌজার অধীনে নাটুনগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে, পোস্ট - তালগাছী, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- বেনারসি রায়ের সম্পত্তি, দক্ষিণ - জগদীশ রায়ের সম্পত্তি, পূর্ব- ভগবান রায় ও অন্যান্যদের সম্পত্তি, পশ্চিম - ১৬'ও দ প্রশস্ত মোরাম রোড দ্বারা।	**১২,০৭,৬৮৭.০০** টাকা (বারো লক্ষ সাত হাজার ছয়শত সাতাশি টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৯,৩৪, ৯৯৮.০০ টাকা + ২, ৭২,৬৮৯.০০ টাকা) **০৭.০৮.২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	**ক) ১৩,৮৩,০০০.০০ টাকা (*)** (তেরো লক্ষ তিরাশি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৩৯,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB10974322641** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ১৮.০৯.২০২৪ সময়: দুপুর ০১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম , (১) https:// www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://www.ebkray.in** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০,** ইমেইল আইডি: **support.ebkray@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং **ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে : support.ebkray@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://www.ebkray.in**
এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।**
দরদাতাদের **https://www.ebkray.in** ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) - এর ও প্রতি

তারিখ: ১২.০৮.২০২৪
স্থান: কে.এন. রোড

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কর্মবিরতির ফলে পরিষেবা মিলছে না মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে

ফিরে যাচ্ছেন রোগী, পরিষেবা স্বাভাবিক করার আবেদন সাধারণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কেউ এসেছেন অসুস্থ ছেলের চিকিৎসা করাতে। আবার কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রয়েছেন মেডিক্যাল কলেজে। ছয় মাসের গর্ভবতী গৃহবধূ আউটডোরে এসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর চিকিৎসা না পেয়ে ফিরে গিয়েছেন। শুধু এখানেই থেমে থাকেননি। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি মালদা মেডিক্যাল কলেজের এক রোগীর মৃত্যু হয় সোমবার সকালে। পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসা পরিষেবা না মেলার কারণেই ওই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। কলকাতার আরজিকর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক ছাত্রী খুনের পর একটানা কর্মবিরতি জেরে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভেঙে পড়েছে চিকিৎসা পরিষেবা। সকাল থেকে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রয়েছেন অসংখ্য রোগী ও তাঁদের আত্মীয়েরা। আউটডোর বন্ধ। অধিকাংশ চিকিৎসকের দেখা নেই বলে অভিযোগ। একদিকে জুনিয়র ডাক্তার থেকে একাংশ স্বাস্থ্য কর্মীদের কর্ম বিরতি। অপরদিকে রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের পরিষেবা না পেয়ে আর্তনাদ। দুই মিলিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসা পরিষেবা। কালিয়াচক থানার সিলামপুর এলাকার বাসিন্দা নজরুল মোমিন (৫৫) রবিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। সোমবার সকালে সংকটজনক অবস্থা তৈরি হয়। এরপরই তিনি মারা যান। মৃত রোগীর আত্মীয় আকমল হোসেন বলেন, সঠিক সময়ে চিকিৎসা পেলে নজরুল মোমিন বেঁচে যেতেন। এদিন রাত থেকে সকাল পর্যন্ত কোনওরকম চিকিৎসা পরিষেবা মেলেনি। নার্সেরা বলেছেন নার্সিংহোমে নিয়ে যান। এখানে চিকিৎসা নেই। অবশেষে মৃত্যু হয় আর নজরুলের।

ইংরেজবাজার ব্লকের মহদিপুর থেকে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ তনি মণ্ডল। তিনি বলেন, আউটডোর বন্ধ। চিকিৎসা করাতে পারেননি। সকলের বক্তব্য, অবিলম্বে চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক পরিবেশ ফেরানোর ক্ষেত্রে প্রশাসনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। এদিকে কলকাতার আরজিকরে চিকিৎসক ছাত্রীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের চার দিন কেটে গেল সোমবার মালদা মেডিক্যাল কলেজে কর্মবিরতি চালিয়ে যাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। নিজেদের নিরাপত্তার সুনিশ্চিত এবং ধৃতের ফাঁসির দাবিতে চলছে এই কর্মবিরতি। আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের বক্তব্য চিকিৎসকেরা রাতদিন এক করে রোগীদের পরিষেবা দিচ্ছি। আর আমাদেরই কোনও নিরাপত্তা নেই। তারই প্রতিবাদ জানিয়েই এই কর্মবিরতির অব্যাহত রয়েছে।

দুই মহিলা জুনিয়র ডাক্তারের সঙ্গে অশালীন আচরণ, গ্রেপ্তার মদ্যপ যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে আন্দোলন চলাকালীন দুই মহিলা জুনিয়র ডাক্তারের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠল এক মদ্যপ যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজের পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন এলাকায়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আছেন রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। মদ্যপ ওই যুবককে আটক করে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে আরজিকর কাণ্ড নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন চলছিল। সেই সময় দুই মহিলা জুনিয়র ডাক্তার দুপুরের খাবার খেতে ক্যান্টিনে এসেছিলেন। ক্যান্টিনে ভিড় থাকায় তারা দু'জন বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। সে সময় এক মদ্যপ যুবক এসে তাদের দেখে অশালীন আচরণ করতে থাকার পাশাপাশি তাদের কটুকথা বলতে থাকে। এই দেখে ওই দুই মহিলা জুনিয়র ডাক্তার বিষয়টি এড়িয়ে চলে যেতে চাইলে তাদের মারার জন্য ওই মদ্যপ যুবক তেড়ে যায়। এই দেখে স্থানীয় মানুষেরা হাসপাতাল ভেতরে থাকা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেয়। পুলিশ ছুটে এসে ওই মদ্যপ যুবককে আটক করে নিয়ে যায় ফাঁড়িতে। অভিযুক্তের নাম জীবন রাজবংশী। রায়গঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। মদ্যপ ওই যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ওই যুবকের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অভিযোগকারী মহিলা জুনিয়ার ডাক্তার জানিয়েছেন, আমরা দু'জন মিলে ক্যান্টিনে খাবার খেতে এসেছিলাম সেই সময় এক ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় এসে আমাদের সঙ্গে অশালীন আচরণের পাশাপাশি আমাদের দেখে গালাগালি করতে থাকে। এখানে আমাদের কোনও সিকিউরিটি নেই। আমরা চাইছি আমাদের ঠিক মতো আমাদের সিকিউরিটি ব্যবস্থা করা হয়। এক স্থানীয় টোটো চালক জানিয়েছেন, আমি আমার টোটো থেকে যাত্রীদের নামানোর সময় দেখতে পেলাম এক মদ্যপ ব্যক্তি ওই দুই মহিলাকে হুমকি দিচ্ছে পাশাপাশি তাদেরকে মারার জন্য তেড়ে যাচ্ছে। পরে মেডিক্যাল কলেজে থাকা পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে নিয়ে যায়। অন্যদিকে রায়গঞ্জ থানার আইসি বিশ্বাস্রয় সরকার টেলিফোনে জানিয়েছেন, মেডিক্যাল কলেজ চত্বর থেকে এক মদ্যপ ব্যক্তিকে আটক করে নিয়ে আসা হয়েছে। তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

ধর্ষণের চেষ্টায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ধর্ষণের চেষ্টায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই মামলার রায় সোমবার ঘোষণা করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের বিচারক। জানা গিয়েছে, ২০১৪ সালে মালদা জেলার বাসিন্দা অভিযুক্ত সারিউল্লা শেখ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে তার বন্ধুর বাড়িতে এসেছিলেন। সেই দিন বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে বন্ধুর স্ত্রীকে ধর্ষণের করার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। সেই সময় বন্ধুর স্ত্রী চিৎকারে আশেপাশের লোকজন এসে সারিউল্লাহকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। দীর্ঘদিন ধরে সেই মামলাটি চলছিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে। অবশেষে এদিন জেলা আদালতের বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী বলেন, 'জেলা আদালতের সেকেন্ড কোর্টের বিচারক শরণ্যা সেন (প্রসাদ) গত শুক্রবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। আসামীকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায় আরো ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন।'

নার্সিং কলেজে ছাত্রীদের উপর অশালীন আচরণ, রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: চিকিৎসক পড়ুয়ার ছাত্রীর মৃত্যুর পরেও সুরক্ষিত নয় নার্সিং কলেজের ছাত্রীরা। আরজিকর হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়ার খুন করে ধর্ষণের পর নতুন করে উত্তেজনা ও একাধিক অভিযোগে উত্তাল নিলগঞ্জের রঙ্গপুর ডক্টর কাদম্বরী গাঙ্গুলি ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং কলেজে। অভিযোগ রাতের মদ্যপ অবস্থায় নার্সিং ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষের অন্যতম কর্তা সিদ্ধার্থ ঘোষ। সেই অভিযোগে সোমবার বারাকপুর-বারাসাত রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় নার্সিং পড়ুয়া ছাত্রীরা ও তাদের অভিভাবকেরা। এদিন তারা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখায়। আরজিকর হাসপাতালের ঘটনায় কঠোর মনোভাব দেখালেও এক্ষেত্রে পুলিশ, প্রশাসনের নিস্ক্রিয়তা নিয়েও ক্ষোভ জমা হয়েছে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে। যদিও বারংবার প্রশ্ন করা হলেও এবিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। দু'ঘণ্টা পর পুলিশি আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠে যায়।

ছাত্রীদের অভিযোগ, গত ৫ অগস্ট রাতে সিদ্ধার্থ ঘোষ মদ্যপ ছাত্রীদের ঘরে ঢুকে তাদের সঙ্গে শারীরিক নির্যাতন ও অশালীন আচরণ করে। ডিএম অফিস অভিযোগ জানানো হয়। জেলাশাসকের দপ্তর থেকে জানানো হয় সোমবার ডিএম অফিসের প্রতিনিধি, পুলিশ, কলেজ কর্তৃপক্ষ নার্সিং ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের নিয়ে একটি আলোচনা হবে। সেখানে অভিযুক্ত সিদ্ধার্থ ঘোষও থাকবেন। অথচ সেই মতো আলোচনা না করে ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের আলাদা আলাদা করে আলোচনায় বসতে জোর করা হয় এবং মূল অভিযুক্ত সিদ্ধার্থ ঘোষ আলোচনায় অনুপস্থিত। ছাত্রীদের আরও অভিযোগ তাদের আলাদা হস্টেল নেই, ফ্যাকাল্টি নেই, অ্যাপ্রুভাল নেই। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করা হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে জানান বিক্ষোভকারীরা।

ইসিএলের সেফটি অফিসারের গুন্ডাগিরি, খবর সংগ্রহে বাধা, ছিনিয়ে নেওয়া হল মোবাইল

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকদের বাধার মুখে পড়তে হল অন্ডালের কাজরা এরিয়ার মাধবপুর কোলিয়ারিতে। ঘটনাটি ঘটে সোমবার সকাল ১০ টা নাগাদ। কোলিয়ারিতে নিরাপত্তা বিষয়ক গাফিলতি রয়েছে এই খবর পেয়েই খবর সংগ্রহে যায় এই সাংবাদিকরা। খনির বাইরের যেখানে খনি শ্রমিকরা বসে থাকেন সেখানে ছবি তুলতে গেলে হঠাৎ করে কোলিয়ারির সেফটি অফিসার ঋষভ গুপ্তা নামে এক ইসিএল আধিকারিক হঠাৎ করে সাংবাদিকদের সামনে এসে হেনস্তা শুরু করেন, নিরাপত্তার গাফিলতির কথা প্রকাশ্যে যাতে না আসে সে খবর চাপতেই সেফটি অফিসার ঋষভ গুপ্তা মরিয়া হয়ে সাংবাদিকদের ধাক্কাধাক্কি করে মোবাইল ছিনিয়ে নেয়। যদিও পরে ঘটনাস্থলে আসেন কোলিয়ারির ম্যানেজার। যিনি তার কোলিয়ারের সেফটি অফিসারের এহেন ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

কোলিয়ারির শ্রমিক সংগঠন কে.কে.এস সির সম্পাদক অজয় সিং বলেন, কোলিয়ারিতে দুটি চানক রয়েছে। কয়েকদিন আগে বৃষ্টির কারণে একটি চানকে জল ঢুকে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় চানকটি। কিন্তু বৃষ্টি জল ঢুকে কোলিয়ারির চানক বন্ধ হওয়ার পিছনে ইসিএল আধিকারিকদের হাত রয়েছে বলে মনে করছেন শ্রমিক সংগঠনের লোকেরা। কারণ ওই চানকটি থেকে ইতিমধ্যেই তুলে নেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি পাম্প আর পাম্প না থাকার কারণে জলে ডুবেছে চানকটি বলে অভিযোগ। তাই পাশের চানক থেকেই হচ্ছে কোলিয়ারির কাজ। এই মুহূর্তে এই চানকে কোনওরকম দুর্ঘটনা ঘটলে খনির নিচে মৃত্যু হতে পারে বহু শ্রমিকের। জীবনে ঝুঁকি নিয়েই খনির নিচে যেতে হচ্ছে শ্রমিকদের। এরকম পরিস্থিতিতে খনির অবস্থা কেমন সেটা প্রকাশ্যে আনতেই সাংবাদিকরা খবর সংগ্রহে যায় সেখানে। খনির এই ধরনের খবর প্রকাশ্যে আসুক চায় না খনির সেফটি অফিসার। এ কারণেই সাংবাদিকদের খবর সংগ্রহ করতে বাধা দিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া হয় মোবাইল।

প্রতিশ্রুতি রাখতে সন্দেশখালিতে প্রিয়দর্শিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: প্রতিশ্রুতি রাখতে সন্দেশখালিতে সম্প্রীতির সন্দেশ নিয়ে হাজির হলেন প্রিয়দর্শিনী হাকিম। সোমবার মহিলাদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেন তিনি। সেখানে কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া মিষ্টি খাওয়ান প্রিয়দর্শিনী। তিনি বলেন, পরিকল্পিত ভাবে সন্দেশখালি নাম গোটা দেশে কলঙ্কিত হয়েছে। মিষ্টি মুখের মধ্য দিয়ে এদিন সম্প্রীতির বার্তা দিলেন প্রিয়দর্শিনী।

লোকসভা নির্বাচনে আগে বসিরহাট মহাকুমার সন্দেশখালি বারেবারে উত্তপ্ত করা হয়েছে। নারী নির্যাতন জিগির তুলে অশান্ত করা হয়েছিল। পাশাপাশি বেশ কিছু নেতার কুকীর্তির কারণে খবরের শিরোনামে এসেছে সন্দেশখালি। এর জন্য বেশ কয়েকজন নেতা এখনও জেলবন্দি রয়েছেন। তৃণমূল নেত্রী প্রিয়দর্শিনী হাকিম সেই সময় সন্দেশখালিতে এসে বলে গিয়েছিলেন এই লোকসভায় আমরা ভোটে জিতলে আমি মিষ্টি খাওয়াতে আসব। সেই কথা রাখতে সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের অভিযান ক্লাবের মাঠে প্রকাশ্য এদিন কয়েক হাজার মহিলাদের নিয়ে জনসভায় হয়। ছিলেন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। প্রিয়দর্শিনী বলেন, সন্দেশখালির মা-বোনেরা কথা রেখেছেন। সেই কথামতো লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্রটি তৃণমূলের দখলে গেছে। যার কারণে আজ আমি এখানে এসেছি সন্দেশখালি সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে। নির্বাচনের আগে সন্দেশখালি যে ঘটনা রাজ্য ছাড়িয়ে গোটা দেশের সন্দেশখালির নাম কলঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু আপনারা তৃণমূলের ওপর ভরসা রেখেছেন। তৃণমূলের সাড়ে তিন লক্ষ ভোটে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রটি জয়ী হয়েছেন। আমি কথা দিয়েছিলাম জেতার পরে আসব, তাই এসে আপনাদের কাছে জয়ের অংশীদার হিসেবে এখানে এসেছি। আপনারা আমাদের পাশে আছেন। আজকের প্রিয়দর্শনী হাকিম আসায় সন্দেশখালি বহু মা-বোনেরা তৃণমূল মহিলা কর্মী সমর্থকরা হাজির হয়েছিলেন। এদিন প্রত্যেকের হাতে মিষ্টি বিতরণের মধ্য দিয়ে আগামী দিনে তৃণমূলের ওপর ভরসা রাখুন এই বার্তা দেন প্রিয়দর্শিনী হাকিম।

শ্রাবণের শেষ সোমবারে ভক্তদের ভিড় সিউড়ি ভূঁইফোরতলায়।

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN: L45201WB1996PLC077451
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪০৯, স্বায়িকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.)৭০০০০১, ফোন: ০৩৩-২২৩৪৩৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com, **ইমেল:** info@dynamicarchistructures.com

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (ইপিএস ছাড়া টাকার অঙ্ক কোটিতে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত/চলতি বর্ষ সমাপ্ত	বর্ষ থেকে তারিখ অর্থাঙ্ক/পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত পূর্ববর্তী বর্ষের
		৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৬.২০২৩
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২.৬২	২.৬২	১.৮৫
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে #)	২.৩৭	২.৩৭	১.৬১
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	২.৩৭	২.৩৭	১.৬১
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	২.০৫	২.০৫	১.৪০
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী)এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয়(করের পরে)]	২.০৫	২.০৫	১.৪০
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)			
	১. মৌলিক :	৪.০৯	৪.০৯	২.৮০
	২. মিশ্রিত :	৪.০৯	৪.০৯	২.৮০

দ্রষ্টব্য :
ক) উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের নির্যাস যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com -এ পাওয়া যাবে।
খ) #- ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা ইন্ড এএস রুলস অনুযায়ী লাভ এবং ক্ষতির বিবরণে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দানমাল পোরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN - 00581351)
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২.০৮.২০২৪

আসাম এনট্রেড লিমিটেড
CIN: L20219WB1985PLC096557
১৬ তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩
ইমেল: assamentrade1985@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.assamentrade.com

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ (লক্ষ টাকায়)

নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
		সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত বর্ষের জন্য	সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত বর্ষের জন্য
		৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৮৫.৩১	২১৫.৪৯	১৯৫.৫৯	৭২৬.৬১	১৮৫.২১	২১৫.৯০	১৯৫.৭২	৭৪৪.৪৮
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পূর্ব#)	৪৫.১৩	৬৯.৬১	৫৫.৪০	২৪০.০৭	৪৫.২১	৬৯.৪০	৫৫.৩৭	২৪০.০৭
৩	সময়কালের জন্য কর পূর্ব নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	৪৫.১৩	৬৯.৬১	৫৫.৪০	২৪০.০৭	৪৫.২১	৬৯.৪০	৫৫.৩৭	২৪০.০৭
৪	সময়কালের জন্য কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	২৮.০৬	৫২.২১	(৪.৭৮)	১৩৩.৯৪	২৮.১৪	৫১.৯৬	(৪.৮১)	১৩৩.৯০
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]	২৮.০৬	৫২.২১	(৪.৭৮)	১৩৩.৯৪	২৮.১৪	৫১.৯৬	(৪.৮১)	১৩৩.৯০
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)*	-	-	-	৫,৯১৩.৮০	-	-	-	৬,০৭৮.৫৭
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মূল ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	১.৯৫	৩.৬৩	(০.৩৩)	৯.৩০	১.৯৫	২.৫৬	(০.৩৩)	৯.৩০
	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মিশ্রিত ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	১.৯৫	৩.৬৩	(০.৩৩)	৯.৩০	১.৯৫	২.৫৬	(০.৩৩)	৯.৩০

* রিজার্ভের মধ্যে রয়েছে উভয় বর্ষের সিকিউরিটিজ প্রিমিয়ামের পরিমাণ ৬২২.৭০৫ লক্ষ টাকা।
দ্রষ্টব্য:
১ উপরোক্তটি হল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.assamentrade.com) -তে।

আসাম এনট্রেড লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
(নিশান্ত গুপ্তা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00326317
তারিখ : ১২/০৮/২০২৪
স্থান : কানপুর

বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
(CIN:- L27100WB2011PLC161235) ফোনন ং : (০৩৩)-২২১৩২৩৭২/৭৩, ফ্যাক্স : (০৩৩)-২২১৩২৯০৩
ইমেল : **cs.bkm@rediffmail.com**, ওয়েবসাইট : **www.bkmindustries.co.in**

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪	পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৩ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১.৬৮	১০৬.৩৯	৩.০৫
২	নিট লাভ সময়কালের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/ বা অসাধারণ দফা পূর্ববর্তী #)	- ৭১.৪২	- ২২৬.৭১	-২৬.১৪
৩	নিট লাভ সময়কালের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অসাধারণ দফা পরবর্তী #)	- ৭১.৪২	- ২২৬.৭১	-২৬.১৪
৪	নিট লাভ সময়কালের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অসাধারণ দফা পরবর্তী #)	- ৭১.৪২	- ২০৪.৭৭	-২৬.১৪
৫	মোট ব্যাপক (ক্ষতি)/লাভ সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী সমন্বিত {ক্ষতি/আয় এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী ক্ষতি/আয়)}	- ৭১.৪২	- ২০৪.৭৭	-২৬.১৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫২৬১
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো	——	——	——
৮	শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১/- টাকার) (চলতি ও অচলতি কাজের জন্য) **-			
	১. মৌলিক:	- ৫.৭৮	- ১৬.৫৮	-২.১২
	২. মিশ্রিত:	- ৫.৭৮	- ১৬.৫৮	-২.১২

\# কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ দফা নেই।

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মূল সংখ্যা (লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত জুন-২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত মার্চ-২৪	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত মার্চ-২৪
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট রাজস্ব	১.৬৮	১০৬.৩৯	৩.০৫
২	চলতি কার্যাদি থেকে কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)	-৭১.৪২	-২২৬.৭১	-২৬.১৪
৩	চলতি কার্যাদি থেকে কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি)	-৭১.৪২	-২০৪.৭৭	-২৬.১৪

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফর্মাটের সারসংক্ষেপ। ত্রৈমাসিক এবং অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই-র ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bkmindustries.co.in -এ।
২. উপরোক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত, ১২.০৮.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড কর্তৃক তাদের সভায় অনুমোদিত।
৩. কোম্পানি বার্ষিক ভিত্তিতে কনসোলিডেটেড আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করেছে এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক পরিসংখ্যানের মধ্যে কোম্পানির সহায়ক/সহযোগী/যৌথ উদ্যোগ যেমন ইউরোএশিয়ান ভেনচার এফজেডই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৪. # - ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাগুলি ইন্ড-এএস বিধি অনুসারে লাভ এবং ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে। অথবা # - কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ দফা নেই।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২.০৮.২০২৪

সূর্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্টস লিমিটেড
CIN : L65921WB1980PLC033204
রেজি অফিস : ১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা পব ৭০০০০১ ভারত
ইমেল : slj2200@gmail.com

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত (লাখ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	০.০৬	-	৪.৪৩
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) তিন মাস (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	(০.৬৩)	১.৫৬	১৬.৯৫
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) তিন মাস কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(০.৬৩)	১.৫৬	১৬.৯৫
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(০.৬৩)	১.৫৬	১৬.৮৭
৫	মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সংবদ্ধ আয় (কর পরবর্তী) সমন্বিত]	(০.৬৩)	১.৫৬	১৬.৮৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার পিছু আয় (প্রতিটি ১০ টাকা)			
	মূল :	(০.৩১)	০.৭৮	৮.৪৩
	মিশ্র :	(০.৩১)	০.৭৮	৮.৪৩

দ্রষ্টব্য :
ক) উক্ত তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং তালিকাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইট http://suryaindustrialdevelopments.in.net থেকে পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে ও জন্য
সত্য নারায়ণ সুরেকা
(ডিন - ০০৫৬৭১৩৯)
ডিরেক্টর
তারিখ : ১২ আগস্ট ২০২৪
স্থান : কলকাতা

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L01222WB1983PLC059695
রেজিঃ অফিস : অরিহান্ট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ৫৩এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোন নং: (০৩৩) ৪০৪১ ৬৬৬৬, **ফ্যাক্স:** (০৩৩) ২২৪৯ ৭৩১৯
ইমেল: info@taiind.com, **ওয়েবসাইট:** www.taiind.com

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক সময়ের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (₹ লাখে)

ক্রম. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত জুন ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত মার্চ ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত জুন ২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত মার্চ ২০২৪
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৮,৭৪৭.৬৯	৩,৪২৫.০৯	৬,০৬৫.৭০	১৫,০৩১.৭৩
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে)	২৪.৬৩	৮.৬৬	৯.৬৬	১২৮.৩০
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	২৪.৬৩	৮.৬৬	৯.৬৬	১২৮.৩০
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	১৮.২৩	৬৩.৭১	১.১৫	১৪০.৭৯
৫	সময়কালের জন্যমোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৪৯.২৭	৭১.৫০	২৮.৯৮	২২৮.১৬
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (₹ ১০/- প্রতিটি)	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে যেমন প্রদর্শিত	-	-	-	২,২৯৫.৬৬
৮	শেয়ার প্রতি আয়(₹১০/- প্রতিটি) (চালু থাকা ও ব্যাহত হওয়া কার্যাদির জন্য) -				
	(ক) মৌলিক (₹)	০.৩০	১.০৬	০.০২	২.৩৫
	(খ) মিশ্রিত (₹)	০.৩০	১.০৬	০.০২	২.৩৫

দ্রষ্টব্য ঃ
ক) সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস উপরোক্তটি যা বিএসই লিমিটেডে ফাইল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.taiind.com-তেও পাওয়া যাবে।

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
রোহন ঘোষ
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
(DIN:- 00032965)
স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১২ অগস্ট, ২০২৪

এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড
CIN: L65921WB1989PLC047091
রেজিঃ অফিস : অ্যাডভেন্টেজ ইনফিনিটি @৫, ৭ম তল, সাউথ উইং, বিএন ব্লক, এসটি. নং ১৮, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১ ফোন নং- ০৩৩-৪৮৪৯ ৬৪৯০
ইমেল আইডি- npr1@nprfinance.com, ওয়েবসাইট- www.nprfinance.com

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ (টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত ৩০/০৬/২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৪ (নিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ৩০/০৬/২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৮২.৬৬	১৭৭.৮০	২৬৭.৬৮	৯৪৬.৬১
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে#)	২১.২৯	১৯.৮১	৮.০৫	৩৩.৩৪
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে#)	২১.২৯	৩২.৬৮	৮.০৫	১৪৭.৭৫
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে#)	২২.৪৮	১৩.৬৪	৫.৩৫	১০৮.৬৩
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	২২.৪৮	(৩৫৩.২২)	৫.৩৫	(২৫৮.২৩)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ বাদে)	৪১৪৭.৫৭	৪,১২৫.০৯	৪,৩৮৮.৬৬	৪,১২৫.০৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকার প্রতিটি)(চালু থাকা ও ব্যাহত হওয়া কার্যাদির জন্য) –				
	(ক) মৌলিক :	০.৩৮	০.২৩	০.০৯	১.৮১
	(খ) মিশ্রিত :	০.৩৮	০.২৩	০.০৯	১.৮১

দ্রষ্টব্য ঃ
(১) উপরের ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং ১২ অগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালন পর্ষদ দ্বারা তাদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
(২) চলতি সময়কালের উপস্থাপনাকে নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিগত বর্ষের রাশিসমূহকে পুনর্শ্রেণিফুক্ত/পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।
(৩) ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা বিএসই লিমিটেডে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (http://www.bseindia.com) -এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.nprfinance.com) -এ।
(৪) ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া নয় মাসের অনিরীক্ষিত পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখছে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
এনপিআর ফিনান্স লিমিটেডের জন্য
পবন কুমার টোডি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN- 00590156
তারিখ: ১২ অগস্ট, ২০২৪
স্থান: কলকাতা

‘এক ডক্টর কি মওত’-এর প্রতিবাদ এবার দেশ জুড়ে

অনির্দিষ্ট কালের কর্মবিরতি চিকিৎসকদের

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদের ঢেউ এ বার দেশ জুড়ে। চিকিৎসকদের বিক্ষোভ এবং কর্মসূচির কারণে বিপর্যস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা। সোমবার দিল্লির এইমস-সহ বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে শুরু করে কর্নাটক, উত্তরপ্রদেশেও চিকিৎসকদের একাংশ প্রতিবাদ-বিক্ষোভে শামিল হন। কোথাও কোথাও করা হয় মোমবাতি মিছিলও। ‘বিচার চাই’, পোস্টার হাতে হাসপাতালগুলির চত্বরে বিক্ষোভে শামিল হন চিকিৎসকদের একাংশ। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সুরক্ষা আইন কার্যকরের দাবিও শোনা যাচ্ছে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের মুখে।

আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে উত্তাল গোটা দেশ। কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে তো বটেই, সোমবার থেকে দিল্লি, মুম্বই, লখনউ, কর্নাটক-সহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মবিরতি শুরু হয়েছে। রবিবারই ফেডারেশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছিল, সোমবার দেশের হাসপাতাগুলিতে একাধিক পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। আন্দোলনরত চিকিৎসকদের দাবি, শুধু ২৪ ঘণ্টা নয়, অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। দিল্লির এইমস চত্বরে সোমবার সকাল থেকেই ডাক্তারি পড়ুয়াদের ভিড় দেখা যায়। হাতে পোস্টার, মুখে স্লোগান। দোষীর কঠোর শাস্তির দাবিতে অনড় আন্দোলনকারীরা। শুধু এইমস নয়, দিল্লির অন্তত ১০টি সরকারি হাসপাতালে বাইরে বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন চিকিৎসকেরা। রেসিডেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, কর্মবিরতির কারণে হাসপাতালের জরুরি পরিষেবায় কোনও প্রভাব পড়বে না। রবিবার এইমস থেকে একটি মোমবাতি মিছিলও বার করেন চিকিৎসকেরা। অনেকে আবার সিবিআই তদন্তের দাবিও তুলছেন। পাশাপাশি, মুম্বই, কর্নাটক, লখনউয়ের বিভিন্ন হাসপাতালেও একই ছবি দেখা গিয়েছে সোমবার সকাল থেকে।

আদালতের রক্ষাকবচ পেলেন পূজা খেদকার

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: জালিয়াতি মামলায় অবশেষে কিছুটা স্বস্তি পেলেন বিতর্কিত ট্রেনি আইএএস পূজা খেদকার। আগাম জামিন না পেলেও দিল্লি হাইকোর্টে মিলল রক্ষাকবচ। সোমবার আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ২১ অগস্ট পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা যাবে না পূজাকে। পাশাপাশি তাঁর আগাম জামিনের বিষয়ে দিল্লি পুলিশ ও ইউপিএসসি-র বক্তব্য জানতে চেয়ে নোটিস দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে।

গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় প্রথমে নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন পূজা। তবে সে আবেদন খারিজ হওয়ায় উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। সোমবার সেই মামলার শুনানি ছিল দিল্লি হাইকোর্টে। সেখানেই বিচারপতি দিল্লি পুলিশের কাছে জানতে চান, পূজাকে হেপাজতে নেওয়ার কোনও প্রয়োজন রয়েছে কিনা। দুই পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর আদালত জানায়, ‘এই মুহূর্তে তাঁকে হেপাজতে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে না।’ পাশাপাশি তাঁর আগাম জামিনের আবেদন প্রসঙ্গে ইউপিএসসি এবং দিল্লি পুলিশের বক্তব্য জানতে চেয়ে নোটিস দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে। পরবর্তী শুনানিতে আদালতে নিজেদের বক্তব্য পেশ করবে দুই পক্ষ। তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে পূজার আগাম জামিনের আবেদনের বিষয়ে। আপাতত আগামী ২১ অগস্ট পর্যন্ত তাঁকে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে হাইকোর্টের তরফে। তবে তদন্তকারীদের সহযোগিতা করতে হবে পূজাকে। প্রসঙ্গত, নির্ধারিত সীমার বেশিবার পরীক্ষা দিতে নাম, পরিচয় ও বয়স বাড়ানোর অভিযোগ উঠেছিল পূজার বিরুদ্ধে। এমনকি চাকরি পেতে অভিযুক্ত একাধিক ভুয়ো শংসাপত্র ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় দিল্লি পুলিশের পাশাপাশি পূজার বিরুদ্ধে বিস্তারিত তদন্ত করছে ইউপিএসসি। ইতিমধ্যেই তাঁর প্রার্থীপদ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে ইউপিএসসির কোনও পরীক্ষায়ও বসতে দেওয়া হবে না পূজাকে। পাশাপাশি জালিয়াতির দায়ে পূজার প্রশিক্ষণ এবং নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছে ইউপিএসসি।

ইউজিসি-নেট বাতিলকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা খারিজ শীর্ষ আদালতে

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: ইউজিসি-নেট পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল শীর্ষ আদালতে। সোমবার সেই মামলা খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, এই পর্যায়ে এসে পরীক্ষা ব্যবস্থায় আর হস্তক্ষেপ করা হবে না। তিন বিচারপতির বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘২১ অগস্ট পুনরায় পরীক্ষা হওয়ার কথা রয়েছে। এই সময়ে আদালত হস্তক্ষেপ করলে অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে।’

উল্লেখ্য, ১৮ জুন সর্বভারতীয় স্তরে ইউজিসি-নেট পরীক্ষা হয়েছিল। ঠিক তার পরের দিনই পরীক্ষা বাতিল করা হয়। আগামী ২১ অগস্ট ফের ইউজিসি-নেট পরীক্ষার দিন স্থির হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘প্রায় দু’মাস অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। ২১ অগস্ট পুনরায় পরীক্ষা হওয়ার কথা রয়েছে। এমন সময়ে পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মামলাকে গুরুত্ব দেওয়া হলে, তা অযথা অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে।’ শীর্ষ আদালত আরও জানিয়েছে, ২১ অগস্ট প্রায় ন’লাখ পরীক্ষার্থীর ইউজিসি-নেট পরীক্ষায় বসার কথা রয়েছে। তাই এখন পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।

এর আগে জুলাই মাসেও ইউজিসি-নেট পরীক্ষাকে বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলাটিও খারিজ করে দিয়েছিল আদালত। ওই মামলায় শীর্ষ আদালতের যুক্তি ছিল, কোনও পরীক্ষার্থী ওই মামলাটি করেননি। মামলাটি করেছিলেন এক জন আইনজীবী। সেই কারণে জুলাই মাসের ওই জনস্বার্থ মামলাটি খারিজ করে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।

দক্ষিণ রাশিয়ার কার্স্ক অঞ্চলে আক্রমণ শানাল ইউক্রেন

কিভ, ১২ অগস্ট: রাশিয়ার কার্স্ক অঞ্চলে ৩০ কিমি ভিতরে ঢুকে পড়েছে ১ হাজার ইউক্রেনীয় সেনা। মোতায়েন করা হয়েছে দু’জন সাঁজোয়া গাড়ি। রয়েছে অত্যাধুনিক ট্যাঙ্কও। যা এখন চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে মস্কোর কপালে। হাজার হাজার মানুষকে সেখান থেকে সরাচ্ছে রুশ প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি হুঙ্কার দিয়ে জানালেন, রুশ ভূখণ্ডে ঢুকে এই অভিযান ‘ন্যায়ের পুনরুদ্ধার’।

কয়েকদিন আগে মার্কিন গবেষণা সংস্থা দ্য ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অফ ওয়ার এক রিপোর্ট দিয়ে জানায়, দক্ষিণ রাশিয়ার কার্স্ক অঞ্চলে আক্রমণ শানাচ্ছে ইউক্রেন। সেখানে হাজার খানেক সেনা ও দু’জন সাঁজোয়া গাড়ি মোতায়েন করা হয়েছে। রয়েছে অত্যাধুনিক ট্যাঙ্কবাহিনীও। তার পরই রুশ সেনার এক জেনারেল জানান, কার্স্কের ৩০ কিমি ভিতরে ঢুকে পড়েছে ইউক্রেনের সেনা। সেখানে তাঁরা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরাও তাদের পালটা মার দিচ্ছি। খুব তাড়াতাড়ি আমরা ইউক্রেনীয় সেনাকে ওই অঞ্চল থেকে হঠিয়ে দেব। অবশেষে এনিয়ে মুখ খোলেন জেলেনস্কি।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, ইউক্রেন এটাই প্রমাণ করছে যে আমরা ন্যায় পুনরুদ্ধার করতে পারি। আক্রমণকারীর উপর যেকোনও ধরনের চাপ তৈরি করতে আমরা সব সময় প্রস্তুত। জানা গিয়েছে, রুশ ভূখণ্ডে ঢুকে অতর্কিতেই হামলা চালিয়েছে। যার জন্য প্রস্তুত ছিল নাম মস্কো। পালটা আক্রমণ শানাচ্ছে রুশ ফৌজও। ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে মিসাইল। ইতিমধ্যেই আহত হয়েছেন ১৩ জন। ফলে দুবছর ধরে চলা এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট হয়ে উঠেছে কার্স্ক। তাই এখন আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, এবার কি রুশ সেনাকে ধরাশায়ী করে এই অঞ্চল দখল করে নেবে ইউক্রেন?

সিবিআই গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ সুপ্রিম দ্বারস্থ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: সিবিআই ‘ফাঁসে’ এখনও জেলবন্দি কেজরিওয়াল। আবগারি দুর্নীতি মামলায় বন্দিদশা কাটাতে এবার জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। সিবিআই মামলায় হাইকোর্টে হতাশ হওয়ার পর এবার সুপ্রিম দ্বারস্থ হলেন তিনি। কেজরিওয়ালের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি এদিন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে এই আবেদন দাখিল করেছেন।

আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর গত ২১ মার্চ থেকে জেলবন্দি কেজরিওয়াল। মাঝে কিছুদিনের জন্য অন্তর্বর্তী জামিন পেয়ে লোকসভা ভোটের প্রচার সারেন তিনি। এর পর ফের আত্মসমর্পণ করেন। যদিও তিহারে বন্দি অবস্থাতেই মুক্তির লড়াই চালাচ্ছিলেন কেজরিওয়াল। কিছুদিন আগে ইডির মামলায় শীর্ষ আদালত জামিন দেয় কেজরিওয়ালকে। তবে জামিনে মুক্তির আগেই কেজরিকে জেলেই গ্রেপ্তার করে সিবিআই। ফলে সিবিআই ফাঁসে আটকা পড়ে জেলমুক্তির অধরাই থেকে যায়।

নতুন করে ফের সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। জামিন চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কেজরিওয়াল। যদিও আদালত জানিয়ে দেয়, সিবিআইয়ের গ্রেপ্তারি মোটেই অবৈধ নয়। গ্রেপ্তারির পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে এজেন্সির হাতে। ৫ অগস্ট এই মামলায় হাইকোর্টে কেজরির আবেদন খারিজ হওয়ার পর এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। তবে সুপ্রিম কোর্টে কবে কেজরিওয়ালের এই মামলার শুনানি হবে তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি।

ইজরায়েলি সেনার ওপর ক্ষেপনাস্ত্র হামলা লেবাননের জঙ্গি সংগঠনের

জেরুজালেম, ১২ অগস্ট: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কালো মেঘ আরও ভয়াবহ আকার নিতে শুরু করেছে। এবার ইজরায়েলের সেনা ঘাঁটি লক্ষ্য করে পর পর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল লেবাননের জঙ্গি সংগঠন হেজবোল্লা। দ্য টাইমস অফ ইজরায়েলের কাছে হেজবুল্লা মদতপুষ্ট সংগঠন আল-মায়েদিনের তরফে এই খবর প্রকাশ করা হয়েছে। এই হামলার কথা স্বীকার করে নিয়েছে ইজরায়েল সেনাও। সেনা ঘাঁটি লক্ষ্য এই এই হামলা চালানোর দাবি উঠলেও ইজরায়েলি সেনা আইডিএফের তরফে জানানো হয়েছে, লেবাননের জঙ্গি গোষ্ঠীর তরফে এই হামলা চালানো হয়। ইজরায়েলের জনবসতিবিহীন এলাকায় হেজবুল্লার এই রকেট হামলা চলে ফলে হামলায় বিশেষ কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। বেশিরভাগই রকেটই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, পর পর অন্তত ৩০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয় ইজরায়েলের মাটিতে। লেবাননের ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবোল্লার দাবি, তাদের যোদ্ধারা দক্ষিণ লেবাননে হামাস কমান্ডারকে হত্যার প্রতিশোধ নিতেই ইজরায়েলের উত্তরাংশে এই হামলা চালিয়েছে।

এদিকে হেজবোল্লার হামলার জেরে সতর্ক হয়ে উঠেছে মার্কিন নৌবাহিনী। জানা যাচ্ছে, সমুদ্রে তাদের উপর কোনও রকম হামলা সামাল দিতে গাইডেড মিসাইল প্রস্তুত করে রেখেছে মার্কিন নৌবহর। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সাগরে থাকা মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজগুলির তরফে নিরাপত্তা আরও বেশি করে আঁটসাট করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালায় প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাস। তার বদলা নিতে গাজায় যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন ইহুদি দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। কিন্তু এই মুহূর্তে তেল আভিভকে লড়াই করতে হচ্ছে তিনটি ফ্রন্টে। গাজায় হামাস, লেবাননে হেজবোল্লা ও ইরান। এর মধ্যে গত কয়েক মাস ধরেই উত্তপ্ত হয়ে আছে ইজরায়েল-লেবানন সীমান্ত। হামলা পালটা হামলাও জারি রয়েছে। এর মাঝেই গত ২৭ জুলাই, ইজরায়েল অধিকৃত গোলান মালভূমির এক ফুটবল স্টেডিয়ামে আছড়ে পড়ে ইরানের মদতপুষ্ট হেজবোল্লার রকেট। সেই হামলায় মৃত্যু হয় ১২ জনের। পালটা অজ্ঞাত হামলায় ইরান মদতপুষ্ট হেজবোল্লার অন্যতম কমান্ডর ফুয়াদ শুক্র।

OFFICE OF THE MAHULA-II GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O- PULINDA
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER BELDANGA-I DEVELOPMENT BLOCK

e –Tender are invalid through online Bid System under following.
1) NIeT NO:-04 Memo No- 105/15th F.C/ M2GP/2024-25,DATE:-12-08-.2024
The last date for online submission of all tender is **20/08/2024,up to 17:30hours**
For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd/- Prodhan
Mahula-II Gram Panchayat

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
N.I.Q. NO. – UKM/010/WW/ 2024 – 2025, DATED – 13.08.2024
1. Rate Quotation for valves maintenance materials. Quotation Submission closing Date – **21.08.2024 at 1.00 pm**. For More Details – Visit **www.uttarparamunicipality.in**
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

TENDER NOTICE
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the **eNIT-11/2024-25/CGP/2024** Dated-**01/08/2024, eNIT 12/2024-25/CGP/2024** Dated 07/08/2024 and **eNIT-13/2024-25/CGP/2024** dated-**12/08/2024** which is uploaded in the website **http://wbtenders.gov.in**
FUND:- XV FINANCE COMMISSION (UNTIED & TIED) & 5th SFC Visit the said website to know about those tender.
Sd/- Pradhan
Charkalgram Gram Panchayat

Abridged form of e-NIT-08/RAIPUR/2024-25, eNIT-09/RAIPUR/2024-25, eNIT-10/RAIPUR/2024-25, eNIT-11/RAIPUR/2024-25,
Circulation memo **no-409(3)/ RGP/ 2024, 410(3)/ RGP/2024, 411 (3)/ RGP/2024, 412(3)/ RGP/ 2024, dated-12.08.2024,** Online applications are hereby invited from intending bidders for 5 (Five) nos works under Raipur Gram Panchayat. Last date of application **21/08/2024 upto 1.00 PM.** Other details may be seen from **"http://wbtenders. gov.in"** & office Notice Board.
(M) 8145245517
Sd/- Prodhan,
Raipur G.P Domkal, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে
ডেপুটি চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার (ইঞ্জি), গতি শক্তি ইউনিট, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নম্বরঃ ০১_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৯.০৮.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** সিপিএম/জিএসইউ/হাওড়া-র অধিক্ষেত্রে হাওড়া ডিভিসনের ভদ্রেশ্বর (বিএইচআর) স্টেশনে পুরানো ও বয়স অতিক্রান্ত প্যানেল ইন্টারলকিং-এর ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং-এ বদল। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,৪২,৭৪,০৭৭.৪২ টাকা। [illegible]
(HWH-218/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ ওও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Tender Notice
Percentage rate e-Tender invited vide **NIT No 03/SGP/ 2024-25** (Un-tied) 2nd Call by the Prodhan, SAGARPARA GRAM PANCHAYAT.
Last date of application **16.08.2024 up to 09.00A.M.** Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Sagarpara, Murshidabad

শেয়ার সার্টিফিকেট হারিয়েছে
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **মাইথন অ্যালয়েজ লিমিটেড** (রেজি অফিস : ৯, এজেসি বোস রোড, আইডিয়াল সেন্টার, ৫মতল, কলকাতা -১৭) এর শেয়ার সার্টিফিকেট [illegible]
তারিখ : ১২.০৮.২০২৪

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট.), এইচএমসি-এইচএমসি-এর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৪ (চারটি) ইলেক্ট্রিক্যাল কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, কনট্র্যাক্টর লাইসেন্স, সুপারভাইসর সার্টিফিকেট এবং সর্বশেষ জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শুরুর তারিখ : ০৯.০৮.২০২৪ সন্ধে ৬ টা থেকে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২৩.০৮.২০২৪ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : **https://wbtenders.gov.in**
৩১(১)/২৪-২৫
১২/৮/২৪
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

NIT NO-12/SPS/EN/2024-2025,
Memo No-493/1(55)/EN/SPS, Date -12/08/2024
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing - **12/08/2024 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in.** Period and time for download of bidding documents: From- **12/08/2024 18:00 hours** To-**20/08/2024 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: From- **12/08/2024 18:00 hours.** To- **20/08/2024 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **22/08/2024.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/178/24-25 Dated 09.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Jubatirtha Club More at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/179/24-25 Dated 09.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Ghosh Para More, at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/180/24-25 Dated 12.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Dhali Para Charak Tala, at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/181/24-25 Dated 12.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Daspara Pailanpara, at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00

Bid Submission end date: **20.08.2024 at 11-00 hrs.**
For more information please visit
http://www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

NOTICE
Notice is hereby given that following Share Certificates of Economy Realtors Advisory Private Limited, 28, Strand Road, Kolkata-700001 of Rs. 10/- each, registered in the name of Vijay Kumar Sureka, have been lost at Kolkata near Hare Street Police Stn. A General Diary against this loss has been lodged with Hare St. P.S., Kolkata.

Certificate No.	Distinctive No.	No. of Shares Held
5	040001 to 05000	1000
6	050001 to 06000	1000

Any person who has any information/claim in respect of the said share certificate should contact the undersigned within 15 days of publication of this notice.
Date : 13/08/2024 **Radha Govind Mishra # +91 98311 73416**

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ঠাকুরপুকুর ও বেহালা বাজার স্টেশন
“নো বুকিং কাউন্টার স্টেশন”
হিসাবে গণ্য হবে
উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে **১৫.০৮.২০২৪** তারিখ থেকে পার্পল লাইনে দুটি স্টেশন অর্থাৎ ঠাকুরপুকুর ও বেহালা বাজার স্টেশনে কেবলমাত্র এএসসিআরএম-এর মাধ্যমে টোকেন এবং স্মার্ট কার্ড ইস্যু/রিচার্জ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই দুটি স্টেশন “নো বুকিং কাউন্টার স্টেশন” হিসাবে কার্যকরী হবে।
ডেপুটি চিফ অপারেশনস্ ম্যানেজার/কমার্শিয়াল
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ফর্ম জি
জিমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
উলুবেড়িয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গে ডাকটাইল আয়রণ কাস্টিং-এর নির্মাণ এবং রপ্তানি কার্যে নিযুক্ত
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)
সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত
১. প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেবটরের নাম — জিমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, CIN : U27109WB1996PLC081038, PAN : AAACG9719R
[illegible]
gemus.ibc@gmail.com
[illegible]
রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P00049/2017-2018/10123
অনিল আগরওয়াল
প্রস্তাব পেশাদার
জিমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর পক্ষে
তারিখ : ১৩.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অ্যালফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৩/৩ স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ইমেল: kolkata@alfredherbert.com
ওয়েবসাইট: www.alfredherbert.co.in
CIN : L74999WB1919PLC003516
১০৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য
[illegible]
www.alfredherbert.co.in
www.bseindia.com
[illegible]
অ্যালফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিঃ-র পক্ষে
স্বাঃ/-
শোভনা শেঠি
চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার এবং কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৯ আগস্ট ২০২৪

বাংলার অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে ঋদ্ধিমান

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিজের জীবনেও সে কথাই মেনে চলেন ঋদ্ধিমান সাহা। মেনে চলেন বলেই চল্লিশ ছুঁইছুঁই বয়সে নিজের রাজ্য বাংলায় ফিরে এসে নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে চাইছেন। তিন ফরম্যাটেই খেলতে চাইছেন। চালিয়ে যেতে চাইছেন আইপিএলে খেলাও। শুধু তাই নয়, সব ঠিক থাকলে আগামী মরসুমে বাংলার অধিনায়ক হিসাবেও দেখা যেতে পারে তাঁকে।

সিএবি-র এক কর্তার সঙ্গে ঝামেলার জেরে দু'বছর আগে বাংলা ছেড়ে ত্রিপুরায় চলে গিয়েছিলেন ঋদ্ধিমান। সে রাজ্যের হয়ে খেলার চাপ বাংলার থেকে অনেকটাই কম। অনায়াসে ত্রিপুরার হয়ে বাকি জীবন খেলে পেশাদার ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে পারতেন। তা না করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, স্ত্রী রোমি এবং আরও কিছু শুভাকাঙ্ক্ষীর কথা শুনে বাংলায় ফিরেছেন। আবার রাজি নিজের রাজ্যের হয়ে সেরাটা দিতে।

বাংলায় ফেরার পর সোমবারই প্রথম সাংবাদিক বৈঠক করলেন ঋদ্ধিমান। বললেন, মাঝে দু'বছর ছিলাম না। তার আগে ১৪-১৫ বছর বাংলার হয়ে খেলেছি। দাদি (সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়), স্ত্রী রোমি, স্নেহাশিসদা (গঙ্গোপাধ্যায়, সিএবি সভাপতি) সবার সঙ্গে কথা বলেই বাংলায় ফিরেছি। যদি দলে জায়গা পাই তা হলে নিজের সেরাটাই দেব। আগেও একই কাজ করেছি।

একই সঙ্গে ভবিষ্যতেরও ঘোষণা করে রাখলেন ঋদ্ধিমান। বললেন, আগামী দিনে যদি সিএবি আমাকে অন্য কোনও দায়িত্ব দেয় সেটাও করতে রাজি। বাংলার হয়ে খেলার জন্যে অনেক চাকরির প্রস্তাব ফিরিয়েছি। যেখান থেকে আমার উত্থান সেখানকার জন্য কিছু করতে পারলে ভাল লাগবে।

দু'বছর আগে এই সিএবি-তে এক কর্তার সঙ্গে ঝামেলার জেরে যতই তিক্ততা তৈরি হোক, বাংলার হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে তা মনে রাখতে চান না ঋদ্ধিমান। বলেছেন, যেখান থেকে শুরু করেছি সেখানে ফিরে মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি। পরিবেশ আগের মতোই রয়েছে। নিয়মিত লক্ষ্মীদা (লক্ষ্মীরতন শুক্ল, বাংলার কোচ), ম্যাকোদার (শিবশঙ্কর পাল) সঙ্গে কথা হচ্ছে। আশা করি আগামী মরসুম ভালই কাটবে।

অধিনায়ক হওয়ার কথা মুখে স্বীকার করতে চাইলেন না। বললেন, এখনও অনেক সময় রয়েছে। এখনই কিছু বলতে পারব না। দলের জন্য যেটা ভাল মনে হবে সেটাই করব। প্রথম ম্যাচ খেলার আগে অন্তত দু'মাস বাকি আছে।

সরাসরি না বললেও ঋদ্ধিমানকে অধিনায়ক করার প্রসঙ্গ পুরোপুরি উড়িয়ে দেননি সভাপতি স্নেহাশিস। তিনি বলেছেন, আমার ব্যক্তিগত পছন্দ নেই। যা দল ঠিক করবে তাই হবে। ১৫ জুলাই থেকে আমাদের অনুশীলন শুরু হয়েছে। ১৩ অক্টোবর প্রথম ম্যাচ। বাইরে গিয়ে শিবির করব। প্রস্তুতি ম্যাচ খেলব। তার পরে সিদ্ধান্ত।

সিএবি সূত্রে খবর, মনোজ তিওয়ারি অবসর নেওয়ায় অধিনায়ক হিসাবে একজন অভিজ্ঞ কাউকে চাওয়া হচ্ছে। তাই নেতা হিসাবে ঋদ্ধিমানকেই দেখা যেতে পারে। বাংলার হয়ে যিনি নিজের সেরাটা বরাবর দিয়েছেন, তাঁকে সম্মান জানানোর এটাই সেরা উপায় বলে মনে করছেন একাংশ।

বাংলার হয়ে খেলতে নামলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে এখন বহু দূরে ঋদ্ধিমান। দলে ফেরার সম্ভাবনা প্রায় নেই। যদিও বাংলার উইকেটকিপার বলেছেন, দূরেরটা ভাবি না। বরাবরই ভাল লাগে বলে খেলে এসেছি। যতদিন ভাল লাগে ততদিন খেলব। এখনও আমার মধ্যে খিদে রয়েছে। জানি বয়স হচ্ছে। তার মধ্যেও ১০০ শতাংশ দেওয়ার চেষ্টা করব।

ঋদ্ধিমান প্রথম একাদশে থাকলে উইকেটকিপার হিসাবে অভিষেক পোড়েলকে বাদ পড়তে হবে। গত দুই মরসুমে অভিষেক বাংলার জার্সিতে ভালই খেলেছেন। যদিও ঋদ্ধিমান ইঙ্গিত দিয়েছেন, দলের প্রয়োজনে তিনি শুধু ব্যাটার হিসাবেই খেলতে রাজি। দরকার অভিষেকই উইকেটের পিছনে থাকবেন।

জেসিনের গোলে ভবানীপুরকে হারিয়ে শীর্ষে লাল-হলুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভবানীপুরকে হারিয়ে কলকাতা লিগের গ্রুপ 'বি'তে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল। সোমবারের ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গল এবং ভবানীপুরের সমসংখ্যক ম্যাচে দু'দলেরই পয়েন্ট ছিল সমান। সেই নিরিখে দু'দলের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই ম্যাচ। জেসিন টিকের গোলে জয় পেল লাল-হলুদ ব্রিগেড।

ভবানীপুরকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে এগিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের সাত মিনিটে পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। গোল করতে ভুল করেননি জেসিন। ম্যাচের বাকি সময় চেষ্টা করেও গোল করতে পারেননি ভবানীপুরের ফুটবলারেরা। এই গোলেই শেষ পর্যন্ত তিন পয়েন্ট এল লাল-হলুদ শিবিরে।

এ বারের কলকাতা লিগে অন্য দুই প্রধান মোহনবাগান এবং মহমেডান যখন ধাক্কা খাচ্ছে, তখন মসৃণ গতিতে এগোচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের কেরল ব্রিগেড এ বার অন্য দলগুলির তুলনায় কিছুটা বেশিই তৈরি। যা ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যের অন্যতম কারণ। এ দিনের তিন পয়েন্ট সুপার সিক্স পর্বে ইস্টবেঙ্গলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

কলকাতা লিগে ৮টি ম্যাচ খেলে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট হল ২২। হেরে যাওয়ায় ১৯ পয়েন্টে আটকে থাকল ভবানীপুর। দ্বিতীয় স্থানে থাকল তারা।

৪৭০ কোটি খরচ করেও অলিম্পিক্সে সোনা নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২১ টোকিয়ো থেকে ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক্সের মাঝে ভারতের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য খরচ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিদেশে অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার পরেও প্যারিস অলিম্পিক্সে সোনা আসেনি। সব মিলিয়ে মাত্র ছ'টি পদক জিতেছে ভারত। ভারতের প্রথম ব্যক্তিগত সোনাজয়ী অভিনব বিন্দ্রার মতে, টাকা খরচ করলেই পদক জেতা যায় না। তার জন্য খেলোয়াড়দের মধ্যে পদক জয়ের খিদে থাকতে হয়।

অলিম্পিক্সের সময় প্যারিসে ছিলেন বিন্দ্রা। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স কমিটির অ্যাথলিট'স কমিশনের সদস্য হিসাবে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে তাঁকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, কেন ভারত এত কম পদক জিতল। তার জবাব দিয়েছেন বিন্দ্রা। তাঁর মতে, শুধুমাত্র প্রতিভা থাকলেই অলিম্পিক্সে পদক জেতা যায় না।

বিন্দ্রা বলেন, অলিম্পিক্সে দু'রকম চাপ কাজ করে। এক হল বাইরের চাপ। দেশের মানুষ, অনুরাগীরা আপনার কাছে পদক দেখতে চান। আবার প্রত্যেক খেলোয়াড়ের মনে ভিতরে একটা চাপ থাকে। সেটা নিজের প্রত্যাশার চাপ। এই দুই চাপ যে ভাল ভাবে সামলাতে পারবে সে পদক জিতবে। শুধু প্রতিভা থাকলেই হবে না। আমার তো মনে হয়, অলিম্পিক্সে প্রতিভার তেমন জায়গা নেই। কঠিন পরিস্থিতিতে চাপ সামলে যে সেই দিনকে নিজের করতে পারবে, সেই পদক জিততে পারবে। হাজার অনুশীলন করেও তা হয় না।দ

খেলোয়াড়দের নিজেদের মধ্যে পদক জেতার খিদে না থাকলে কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও পদক আসবে না বলে মনে করেন বিন্দ্রা। শুটিংয়ে সোনাজয়ী তারকা বলেন, তআমাদের টাকার দিকটাও দেখতে হবে। খেলোয়াড়দের সুযোগ সুবিধা দিতে টাকা খরচ করতে হবে। কিন্তু শুধু টাকা খরচ করলেই হবে না। এটা তো কোনও যন্ত্র নয় যে, বেশি টাকা খরচ করলে বেশি পদক আসবে। তার জন্য ঘাম, রক্ত, চোখের জল ঝরাতে হবে। খিদে থাকতে হবে। কোনও দেশের সরকার হয়তো খেলোয়াড়দের পদক জেতার রাস্তা কিছুটা সহজ করতে পারে। কিন্তু পদক নিজেদেরই জিততে হবে।দ

উল্লেখ্য, টোকিয়োর পর থেকে মিশন প্যারিসের জন্য খরচ করা হয়েছে মোট ৪৭০ কোটি টাকার বেশি। এ বারের অলিম্পিক্সের বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দ হয়েছে তারকা খেলোয়াড়দের জন্য। নীরজ চোপড়ার জন্য ৫.৭২ কোটি টাকা। সাত্ত্বিক-চিরাগ যাঁরা ব্যাডমিন্টনে প্রথম নক-আউটে হারলেন, তাঁদের জন্য ৫.৬২ কোটি টাকা। নক-আউটে প্রথমেই হেরে যাওয়া পিভি সিন্ধুর জন্য ৩.১৩ কোটি টাকা। চতুর্থ হওয়া মীরাবাই চানুর জন্য ২.৭৪ কোটি টাকা।

শুটিংয়ে জোড়া পদক জেতা মনু ভাকেরের জন্য ১.৬৮ কোটি টাকা। টেনিসে হেরে যাওয়া রোহন বোপান্নার জন্য ১.৫৬ কোটি টাকা। তিরন্দাজিতে অঙ্কিতা ভকতের সঙ্গে চতুর্থ হওয়া ধীরজ বোম্মাধেরাভার জন্য ১.০৭ কোটি টাকা। বক্সিংয়ে নিখাত জারিন ও লভলিনা বরগোহাঁইয়ের জন্য যথাক্রমে ৯১.৭৯ লক্ষ ও ৮১.৭৬ লক্ষ টাকা। প্রথম রাউন্ডে হেরে যাওয়া পুরুষ বক্সার অমিত পঙ্ঘালের জন্য ৬৫.৯০ লক্ষ টাকা।

লাফিং গ্যাস টানার ভিডিও পোস্ট করে বিপদে টটেনহাম মিডফিল্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্বাস টেনে লাফিং গ্যাস (নাইট্রাস অক্সাইড) নেওয়ার ভিডিও রেকর্ড করার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন টটেনহাম হটস্পার মিডফিল্ডার ইভস বিসুমা। পাশাপাশি তিনি এটাও স্বীকার করেছেন 'মারাত্মক বিচারবুদ্ধির অভাব' দেখিয়েছেন কাজটি করে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গত শনিবার একটি ভিডিও পোস্ট করেন বিসুমা। সেখানে তাঁকে বেলুনের মাধ্যমে 'ক্লাস সি ড্রাগ' লাফিং গ্যাস টানতে দেখা গেছে। ২৭ বছর বয়সী মালির এই ফুটবলারের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করবে টটেনহাম। কৃতকর্মের জন্য শাস্তিও পেতে পারেন তিনি।

বিনোদনমূলক কাজে নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহার করা ২০২৩ সাল থেকে ব্রিটেনে নিষিদ্ধ। দেশটির সরকারের সমাজবিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অংশ হিসেবে বিসুমার কারাদণ্ডও হতে পারে।

আজ বিবৃতিতে বিসুমা ক্ষমা চেয়ে বলেছেন, 'এসব ভিডিওর জন্য আমি ক্ষমা চাই। এতে বোধবুদ্ধির মারাত্মক অভাব ছিল। বুঝতে পারছি এটা কতটা গুরুতর, স্বাস্থ্যঝুঁকিও হতে পারত। এর পাশাপাশি ফুটবলার ও রোলমডেল হিসেবে দায়দায়িত্বও আমি নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি।'

টটেনহামের এক মুখপাত্র বলেছেন, 'আমরা ঘটনাটা খতিয়ে দেখছি। এটা অভ্যন্তরীণভাবে সামলানো হবে।' গ্যাসটি বৈধ কারণেও ব্যবহার করার সুযোগ আছে। সন্তান প্রসবকালীন ব্যথা কমাতেও এটি ব্যবহার করা হয়।

২০২২ সালে ব্রাইটন থেকে টটেনহামে যোগ দেন বিসুমা। ক্লাবটির হয়ে এ পর্যন্ত ৫৬ ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৩-২৪ মৌসুমে টটেনহামের ২৬ ম্যাচে প্রথম একাদশের হয়ে মাঠে নেমেছেন। গত শনিবার বায়ার্নের বিপক্ষে প্রাক্ -মৌসুমে নিজেদের সর্বশেষ প্রীতি ম্যাচে ৪৫ মিনিট খেলেন টটেনহামের এই ডিফেন্ডার। ১৯ আগস্ট লেস্টার সিটির মুখোমুখি হয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের নতুন মৌসুম শুরু করবে টটেনহাম।

আত্মহত্যা করেছেন গ্রাহাম থর্প

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাবেক ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যান গ্রাহাম থর্প আত্মহত্যা করেছেন বলে জানিয়েছে তাঁর পরিবার। ৫ আগস্ট তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়। ঠিক কীভাবে ৫৫ বছর বয়সী থর্পের মৃত্যু হয়েছে, সেটি সে সময় জানানো হয়নি।

ইংল্যান্ডের হয়ে ১০০টি টেস্ট ও ৮২টি ওয়ানডে খেলা থর্পের স্ত্রী অ্যামান্ডা দ্য টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, কয়েক বছর ধরেই বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন তিনি।

অ্যামান্ডা বলেন, 'একজন স্ত্রী এবং দুজন কন্যা, যারা তাকে ভালোবাসত এবং যাদের সে ভালোবাসত, তারা থাকার পরও ওর পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে সে এতটা অসুস্থ ছিল যে, সে সত্যিই বিশ্বাস করত, সে না থাকলেই আমরা ভালো থাকব। আসলেই সে এমন করেছে এবং আত্মহত্যা করেছে। এতে আমরা বিধ্বস্ত হয়ে গেছি।'

খেলোয়াড়ি-জীবন শেষে কোচিংয়ে আসেন থর্প। ইংল্যান্ডের সহকারী কোচের দায়িত্বও বেশ কিছুদিন পালন করেন। ২০২২ সালে আফগানিস্তানের প্রধান কোচ হওয়ার কথা ছিল তাঁর। তবে সে বছরের মে মাসে 'গুরুতর অসুস্থ' অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। তখনো ঠিক অসুস্থতা খোলাসা করে বলা হয়নি।

থর্পের স্ত্রী বলছেন, সে সময় আসলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তিনি, 'কয়েক বছর ধরেই গ্রাহাম বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তায় ভুগছিল। ২০২২ সালের মে মাসে সে আত্মহত্যার জোরালো চেষ্টা চালায়। এরপর তাকে আইসিইউতে (নিবিড় পর্যবেক্ষণ কক্ষ) লম্বা সময় থাকতে হয়।'

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে উন্নতির লক্ষণ দেখা দিলেও গ্রাহামকে তাড়া করেছে পুরোনো সমস্যা। অ্যামান্ডা বলেন, 'আশার ঝিলিক দেখা দিয়েছিল, পুরোনো গ্রাহামকে একটু দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু এরপরও সে বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তায় ভুগেছে। মাঝেমধ্যে যেটা খুবই গুরুতর হয়ে পড়ে। পরিবার হিসেবে আমরা তাকে সহায়তা করেছি। সে অনেক, অনেক রকমের চিকিৎসা করিয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছুই কাজে দেয়নি।'

অ্যামান্ডা বলেন, 'গ্রাহাম মানসিক দিক দিয়ে শক্ত হিসেবে বিবেচিত ছিল মাঠে। তার মানসিক স্বাস্থ্যও এক সময় ভালো ছিল। কিন্তু মানসিক অসুস্থতা সত্যিকারের একটি অসুখ এবং যে কাউকে আক্রান্ত করতে পারে।'

থর্পকে তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান বিবেচনা করা হতো। তাঁর এমন চলে যাওয়া নিয়ে বড় মেয়ে ২২ বছর বয়সী কিটি বলেছেন, 'আমরা এটা নিয়ে কথা বলতে লজ্জা পাই না। এটিকে লুকানোর কিছু নেই, লজ্জারও কিছু নেই। আমরা আগে তাকে সাহায্য করছিলাম যাতে সে ঠিক হয়, তাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। এ কারণে আমরা কিছু বলিনি।'

গ্রাহামের নামে এখন একটি ফাউন্ডেশন তৈরির কথা ভাবছে তাঁর পরিবার। কিটি বলেন, 'এখন এ খবর জানানোর সময়, সেটি যতই বীভৎস হোক না কেন। আমরা কথা বলার মতো পর্যায়ে যেতে চেয়েছি এবং এটি জানানোর অবস্থায় যেতে চেয়েছি। এখন সচেতনতা বাড়াতে চাই।'

প্যারিস অলিম্পিকে ব্যবহার করা সরঞ্জামগুলোর কী হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্যালারিগুলো নীরব। অলিম্পিক ভিলেজও খালি হয়ে যাচ্ছে। অ্যাথলেটরা ভিলেজ ছেড়ে যাচ্ছেন। প্যারিস অলিম্পিক শেষ হয়েছে গতকাল। এবারের অলিম্পিক আয়োজনে যেসব সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর কী হবে? উত্তর হলো, আয়োজকদের এসব নিয়েও পরিকল্পনা আছে।

দশকের পর দশক ধরে অলিম্পিক নিয়ে বিশাল অঙ্কের অপচয়ের দুর্নাম আছে। কখনো কখনো এমনও দেখা গেছে, দুই সপ্তাহের এই ক্রীড়াযজ্ঞ শেষে স্টেডিয়ামগুলো পতিত পড়ে থেকে নষ্ট হয়। কিন্তু প্যারিস এবার ভিন্ন কিছু করতে চায়। নির্মাণের ঝামেলা এড়াতে তারা অস্থায়ী ভেন্যু ব্যবহার করেছে। তবে অলিম্পিক আয়োজনে বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহকারীদের আয়োজকেরা বলেছেন, এসব সরঞ্জামকে 'দ্বিতীয় জীবন' দেওয়ার ব্যাপারে ভাবার জন্য। বিচ ভলিবলের বালু থেকে শুরু করে ব্যবহৃত টেনিস বলকেও পুনরায় কাজে লাগাতে চান আয়োজকেরা।

গত সপ্তাহে বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্যারিস ২০২৪ সাসটেইনবিলিটির পরিচালক জর্জিনা গ্রেনন বলেছেন, 'আমরা কোনো কিছু অর্ডার দেওয়ার আগে ভেবেছি, পরবর্তী সময়ে (অলিম্পিক শেষে) এটার কী হবে।'

বৈশ্বিক কোনো ক্রীড়া আসর বিচারে এমন প্রচেষ্টা নতুন। জর্জিনার দল ফিফার ফুটবল টুর্নামেন্ট ও অতীতের অলিম্পিক আসর থেকে এ বিষয়ে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করেছে, যেগুলো প্যারিস অলিম্পিকে কাজে লাগানো যাবে। এরপর তারা বুঝতে পেরেছে পথটা নিজেদেরই খুঁজে বের করতে হবে।

জর্জিনা ব্যাখ্যা করেন, 'আমরা পরামর্শকও ভাড়া করেছিলাম এবং কেউ আমাদের বলতে পারবে না এগুলো অতীতে করা হয়েছে।' তাঁর দলে 'সার্কুলার ইকোনমি'তে (একটি প্রক্রিয়া যেখানে কোনো বস্তু বর্জ্য হয়ে ওঠে না এবং প্রকৃতিরও ক্ষতি হয় না)।

প্রথম ধাপটি ছিল 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'খ্যাত অলিম্পিক আয়োজনে যা যা প্রয়োজন, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা।

জর্জিনার ভাষায়, 'ব্যাপারটা অনেকটাই বিয়ের আয়োজনের মতো। ধরুন ১০০ অতিথি আসবেন, তাহলে আপনার প্রয়োজন ১০টি টেবিল এবং ১০০টি চেয়ার।' প্যারিস অলিম্পিকে ৩২টি আলাদা ডিসিপ্লিনে খেলা হয়েছে এবং দর্শকসংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি। জর্জিনা বলেন, 'প্রায় ৬০ লাখ সরঞ্জামের তালিকা হয়েছে, ৬০ লাখ বস্তু।'

সেসব সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য দেওয়া প্রতিটি দরপত্রেই একটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছিল;সরবরাহকারীরা যেসব সরঞ্জাম সরবরাহ করবেন, সেগুলো পরবর্তী সময়ে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সে বিষয়ে পরিকল্পনা দিতে হবে। জর্জিনা এ বিষয়ে বলেছেন, 'আমরা এটা করেছি, কারণ তারা যেন বুঝতে পারে আমরা শুধু কোনো বস্তু কিনতে চাচ্ছি না। পরবর্তী সময়ে এর সেরা ব্যবহারটা কী হবে, সেটা তাদেরকেই বের করতে হবে।'

প্যারিস অলিম্পিকে ব্যবহার করা অনেক সরঞ্জাম ও স্থাপনা প্যারালিম্পিকসে ব্যবহার করা হবে। প্যারিসে ২৮ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে প্যারালিম্পিকস। কিন্তু এরপর সেগুলোর নতুন ঠিকানা হবে।

আইফেল টাওয়ারের সামনে বিচ ভলিবলের ভেন্যু করা হয়েছিল। সেখানকার মিহি বালু প্যারিসের একটি ক্লাবে দেওয়া হবে। বিজয় মঞ্চ থেকে প্যারিস অলিম্পিকের লোগো সরিয়ে ফেলা হবে, যেন সেটা অন্য কোথাও কাজে লাগানো যায়। ফরাসি প্রতিষ্ঠান 'লাইরেকো'র কাছ থেকে লিজ নেওয়া ৬ লাখ আসবাব ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ওই প্রতিষ্ঠান এসব আসবাব দিয়ে 'সেকেন্ড হ্যান্ড' আসবাবের ব্যবসা শুরু করবে।

এবারের অলিম্পিক ভিলেজের জন্য প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করে ১৪ হাজারের বেশি ম্যাট্রেস বানানো হয়েছিল। সেগুলো ফরাসি সামরিক বাহিনীকে দেওয়া হবে। টেনিস ইভেন্টে যেসব টেনিস বল ব্যবহার করা হয়েছে, সেসব বল দান করা হবে ফ্রান্সের খেলাধুলার ক্লাবগুলোয়। অন্যান্য খেলা যেমন জ্যাভেলিন থ্রোর বর্শা কিংবা শট পুটের সরঞ্জামও দান করা হবে।

জর্জিনা জানিয়েছেন, ব্যবহার করা ৬০ লাখ সরঞ্জামের মধ্যে ৯০ শতাংশের পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন আয়োজকেরা। স্যুভেনির হিসেবে এসব সরঞ্জাম কিনে রাখার সুযোগও পাচ্ছেন ভক্তরা। যেমন ধরুন পদক নেওয়ার সময় যে পতাকা ব্যবহার করা হয়েছে কিংবা গেমস শুরুর আগে রিলের জন্য যে মশাল বানানো হয়েছে, এসব স্যুভেনির হিসেবে কিনে সংগ্রহে রাখতে পারবেন ভক্তরা। দুটি সুইমিংপুল, ক্লাইম্বিং ওয়াল এবং স্কেটবোর্ডিং পার্কও স্থানান্তর করা হবে। এগুলো পুনরায় স্থাপন করা হবে প্যারিসের সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে।

তবে এসবের মধ্যেও সমালোচনা শুনতে হচ্ছে প্যারিস অলিম্পিকের আয়োজকদের। সেটি পরিবেশ সংরক্ষণগত অবস্থানের কারণে। এবার অলিম্পিকের করপোরেট স্পনসর ইস্পাত প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আর্কেলের ও গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান টয়োটা। তারা এবারের অলিম্পিককে 'গ্রিনওয়াশিং' বলায়ও সমালোচনা হচ্ছে।

অলিম্পিকের স্পনসর কোকাকোলা এবার লাখ লাখ প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করেছে, যদিও আয়োজকেরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকের তুলনায় প্যারিসে একবার ব্যবহার করা যায়, এমন প্লাস্টিক বোতলের ব্যবহার ৫০ শতাংশ কমানো হবে।

পরিবেশবাদীরা বিশ্বাস করেন, অলিম্পিক চরিত্রগতভাবে পরিবেশের জন্য টেকসই নয়। কারণ, বিশাল নির্মাণযজ্ঞ এবং অ্যাথলেট ও দর্শকদের কারণে বিমান ফ্লাইটে প্রচুর পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হয়। কিন্তু জর্জিনা বিশ্বাস করেন, প্যারিস অলিম্পিক এমন ধারণা পাল্টে দেবে, 'আমরা সব সময়ই বলে এসেছি আমরা এই গেমসকে পরীক্ষাগারে রূপান্তরিত করতে চেয়েছি এবং এখান থেকে আমরা এগিয়ে যেতে চেয়েছি।'

ফর্ম জি

রিভারব্যাঙ্ক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

দক্ষিণ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে রিয়েল এস্টেট ডেভলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি পরিচালনকারী
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	রিভারব্যাঙ্ক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AADCR7997K CIN : U70101WB2007PTC120037
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১ নিউ বাটা রোড, পো. বাটানগর, থানা - মহেশতলা, দক্ষিণ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০১৪০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://hiland.in/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কোম্পানি চালু প্রকল্প নাম ''ক্যালকাটা রিভারসাইড'' ১ নিউ বাটা রোড, পো. বাটানগর, থানা - মহেশতলা, দক্ষিণ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০১৪০
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	কার্যাদি থেকে আয় (৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের সাময়িক ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী) আইএনআর ৫,৪৮৫ লাখ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা - ৩৪ (০৩ এপ্রিল ২০২৪ অনুযায়ী)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	উল্লেখ্য সিআইআরপি ট্যাব https://hiland.in/ বা Riverbankdpl@gmail.com-এ ইমেল পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট তারিখ এবং আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানের বিস্তারিত জানা যাবে
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	উল্লেখ্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান (ইওআই) প্রক্রিয়া নথি পাওয়া যাবে সিআইআরপি ট্যাব https://hiland.in/ বা Riverbankdpl@gmail.com-এ ইমেল পাঠিয়ে
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৩ আগস্ট ২০২৪* (১৩ আগস্ট, ২০২৪ থেকে সম্প্রসারিত হয়েছে)
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২ সেপ্টেম্বর ২০২৪*
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪*
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪*
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ * (উপযুক্ত পিআরএ দ্বারা অপ্রকাশিত চুক্তি গৃহীত সাপেক্ষে)
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২২ অক্টোবর ২০২৪**
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	Riverbankdpl@gmail.com

*বিনিয়োগকারীগণের কমিটি কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষ।
**মহামান্য এনসিএলটি কর্তৃক সিআইআরপি-র সময়সীমা সম্প্রসারণ/বাতিলের অনুমোদন সাপেক্ষ
দ্রষ্টব্য : সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণ যারা ফর্ম জি অনুসারে ইওআই জমা দিয়েছেন আইআরপি দ্বারা ২৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে প্রকাশিত, নতুন ইওআই জমা দেওয়ার আবশ্যকতা নেই।

তারিখ : ১৩ আগস্ট ২০২৪
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
আশিস ছাউছারিয়া
(IBBI/IPA-001/IP-P00294/2017-18/10538)
প্রস্তাব পেশাদার
রিভারব্যাঙ্ক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
ই : Riverbankdpl@gmail.com
আইবিবিআই নথিভুক্ত : গ্রান্ট থ্রোনটন
ইউনিট ১৬০৩ এবং ১৬০৪, ইকো সেন্টার, প্লট নং ৪, রাস্তা নম্বর ১৩, ইএম ব্লক, সেক্টর ৫, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৯১
ই : ashish.c@in.gt.com **এএফএ বৈধ** ১৪.১২.২০২৪ পর্যন্ত

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**